NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ কলকাতায় হাই অ্যালার্ট প্রসঙ্গ এড়ালেন সিপি

'চেনা ফর্মেই থাকব', জগন্নাথ বিতর্কে আরএসএসকে বার্তা দিলীপ ঘোষের ৩

কলকাতা ১০ মে ২০২৫ ২৬ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.05.2025, Vol.18, Issue No. 327, 8 Pages, Price 3.00

এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত আইপিএল

নয়াদিল্লি, ৯ মে: ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার খাতিরে আপাতত এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে আইপিএল। বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা এ কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথায়, 'বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আইপিএল এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। সকল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে টুর্নামেন্টের নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হবে। আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য গর্বিত। বিসিসিআই আমাদের সেনাবাহিনী এবং সরকারের পাশেই রয়েছে।'

-বিস্তারিত খেলার পাতায়

নিকেশ ৭ জেহাদি

শ্রীনগর, ৯ মে: ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী লড়াইয়ের ছক পাকিস্তানের। একদিকে হাতিয়ার সেনা, অন্যদিকে দোসর জঙ্গিরা। বৃহস্পতিবার রাতে যখন পাক সেনা ভারতের একাধিক শহর লক্ষ্য করে হামলা চালাল পাক সেনা, ঠিক সেই সময় সন্তর্পণে সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করল জেহাদিরা। তবে সেনার সতর্কতায় সেটা সম্ভব হয়নি। বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল কিছু জঙ্গি। কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় ওই অনুপ্রবেশের চেষ্টা করা হয়। বিএসএফ শুধু যে এই জঙ্গিদের নিকেশ করেছে তাই নয়, একই সঙ্গে পাকিস্তানের পোস্টেরও সমূহ ক্ষতি হয়েছে। বিএসএফ ওই হামলার ভিডিও পোস্ট করেছে। মোট ৭ জঙ্গির মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতা বিমানবন্দরে জারি হাই অ্যালার্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ আবহে এবার কলকাতা বিমানবন্দরে জারি হাই অ্যালার্ট। বাতিল করে দেওয়া হয়েছে সিআইএসএফের সমস্ত কর্মীদের ছুটি। যারা ছুটিতে ছিলেন, তাদেরও ফিরে আসতে বলা হয়েছে।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয় পহেলগাঁওয়ের হামলার পর থেকেই। এরপর ভারতের তরফ থেকে শুরু হয় 'অপারেশন সিন্দুর'। এই অপারেশনের মাধ্যমে পাকিস্তানকে জবাবও দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। এরপরও পাকিস্তান থেকে আসে আক্রমণ। বৃহস্পতিবার রাতেই জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান, পঞ্জাবের একাধিক জায়গায় লাগাতার ড্রোন-মিসাইল দিয়ে হামলা চালালেও ভারত প্রতিটি হামলাই আটকে দিয়েছে। এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হাই অ্যালার্ট বিমানবন্দরগুলিতেও। ২০টি বিমানবন্দরে নোম জারি করা হয়েছে। বাকি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরগুলিতেও নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

এদিকে বাতিল করা হয়েছে বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের কর্মী ও আধিকারিকদের সমস্ত ছুটিও। যারা আগে ছুটিতে গিয়েছিলেন, তাদেরকেও কল ব্যাক করানো হয়েছে। অবিলম্বে ডিউটিতে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

ভারতের প্রত্যাঘাত এড়াতে পাকিস্তানের ঢাল অসামরিক বিমান

তুরস্কের ড্রোন দিয়ে ৩৬ জায়গায় ৩০০-৪০০ বার হানার চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ৯ মে: কাপুরুষ পাকিস্তানের মুখোশ খুলল ভারতীয় সেনা! ভারতের প্রত্যাঘাত এড়াতে অসামরিক বিমানকে ঢাল করছে পাকিস্তান। ড্রোন হামলার সময়ও করাচি ও লাহোরের মাঝে আকাশপথ খোলা রেখেছিল ইসলামাবাদ। যেখানে চলাচল করেছে আন্তর্জাতিক বিমানও। ছবি দেখিয়ে প্রমাণ দিল ভারতীয় সেনা। হামলার পালটা আকাশপথে প্রত্যাঘাত করতে গেলে নিরীহ যাত্রীদের প্রাণনাশের সম্ভাবনা প্রবল। সে কথা মাথায় রেখে পাকিস্তানের

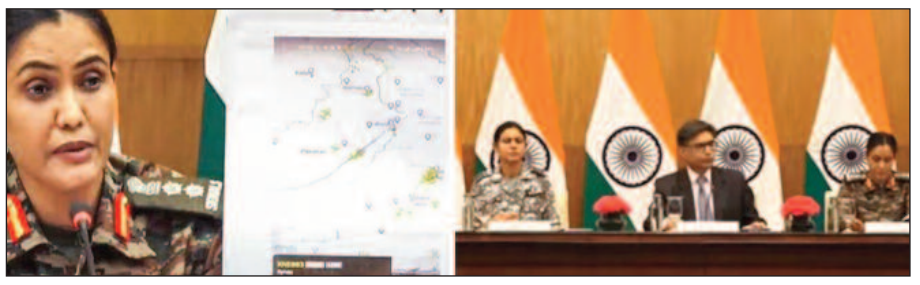

লাগাতার উস্কানির মাঝেও বৃহস্পতিবার রাতে সংযমের পরিচয় দিয়েছে ভারতীয় সেনা। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সে কথাই জানালেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বহু বার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। অন্তত ৩০০-৪০০ বার নানা ভাবে সেই চেষ্টা চালানো হয়। ভারতের ৩৬ জায়গায় হামলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু ভারতীয় সেনা প্রতি বারই পাকিস্তানের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে বলে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এবং ভারতীয় সেনা। বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি জানান, পাকিস্তান আসলে ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম) পরীক্ষা করতেই ড্রোন হামলা চালিয়েছে। বিদেশসচিব বলেন, 'পাকিস্তান ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছে। ভেঙে পড়া ড্রোনের ধ্বংসাবশেষের ফরেন্সিক পরীক্ষা হচ্ছে।'

সাংবাদিক বৈঠকে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি বলেন, 'পাকিস্তান বৃহস্পতিবার রাতে ভারতে সেনাছাউনিকে নিশানা করার চেষ্টা করেছিল। ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করা চেষ্টা করেছে তারা। শুধু তা-ই নয়, নিয়ন্ত্রণ রেখায় ক্রমাগত গোলাবর্ষণও করেছে পাকিস্তান সেনা। ভারতের ৩৬ জায়গায় অন্তত ৩০০ থেকে ৪০০ বার ড্রোন হামলার চেষ্টা করে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনা সেই হামলা প্রতিহত করেছে। বেশ কয়েকটি ড্রোনকে নামিয়েছে তারা।' কেন পাক ড্রোন ভারতের আকাশসীমায় ঢোকার চেষ্টা করছিল, তার ব্যাখ্যাও দেন কুরেশি। তিনি জানান, গোপনে নানা তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। যে ড্রোনগুলি নামানো হয়েছে, সেই ড্রোনগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষাও করা হচ্ছে বলে জানানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই ড্রোনগুলি তুরস্কের। শুধু ড্রোন নয়, পাকিস্তান যুদ্ধবিমানও ভাটিন্ডার সেনাছাউনিতে হামলা করার চেষ্টা করে। তবে সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এই হামলার পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারত। ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের চারটি বিমানঘাঁটিতে সশস্ত্র ড্রোন হামলা করে।

ভারতের অভিযোগ, ৭ মে ব্যর্থ ড্রোন হামলার পরেও পাকিস্তান তাদের আকাশসীমা বন্ধ করেনি। পাকিস্তান তাদের বেসামরিক বিমানকে ঢাল করার চেষ্টা করছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যোমিকা সিং বলেন, 'অসামরিক বিমানের যাত্রীদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে পাকিস্তান। ওরা জানত ড্রোন হামলা রুখতে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কাজ করবেই। যা বিমানযাত্রীর জন্য মোটেও নিরাপদ নয়। তারপরেও ভারত-পাকিস্তান সীমায় ওঠানামা করেছে আন্তর্জাতিক বিমান।'

জম্মুর আকাশে ড্রোন হামলা

জম্মু, ৯ মে: নিয়ন্ত্রণরেখায় মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের শব্দ! জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ ও রাজৌরি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় শুক্রবার রাতে। খবর সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে। অন্ধকার নামতেই সীমান্তে ব্যাপক গুলিবর্ষণ পাকিস্তানের! পুঞ্চে সাইরেন বাজতে শোনা যায়। শোনা যায় গুলির শব্দও। পাশাপাশি, এবার নয়ডাতেও জারি করা হল রেড অ্যালার্ট। আরও জোরদার করা হচ্ছে নিরাপত্তা।

সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে জরুরি ক্ষমতা সক্রিয় করার নির্দেশ

চিঠি পাঠিয়ে নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৯ মে: পাকিস্তানের সঙ্গে টানটান পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৬৮ সালের অসামরিক প্রতিরক্ষা বিধির ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী জরুরি অবস্থার ক্ষমতা কার্যকর করার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। শুক্রবার দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিব এবং প্রশাসকদের উদ্দেশে চিঠি পাঠিয়ে এই বার্তা দেয় অমিত শাহের মন্ত্রক।

ওই ধারা অনুযায়ী, যুদ্ধ বা জাতীয় সংকটের পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার দ্রুত নাগরিক সুরক্ষা, পরিকাঠামো রক্ষা এবং পরিবহণ, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল ও জলের পরিষেবা সচল রাখার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। এমনকি কোনও ক্রয় বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে গেলে নিয়মের তোয়াক্কা না করেও দ্রুত পদক্ষেপ করার অধিকারও তাদের রয়েছে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। কেন্দ্র চায়, পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, তাতে রাজ্যগুলিও যেন পূর্ণ প্রস্তুত থাকে। সরকারি স্তরে চরম সতর্কতা জারি হয়েছে। শাহের নির্দেশে কার্যত যুদ্ধকালীন প্রশাসনিক কাঠামো প্রস্তুতির দিকে এগোচ্ছে ভারত।

অসামরিক প্রতিরক্ষা বিধির ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী কী কী করতে পারে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি

১। জনগণ এবং সম্পত্তি রক্ষা করতে

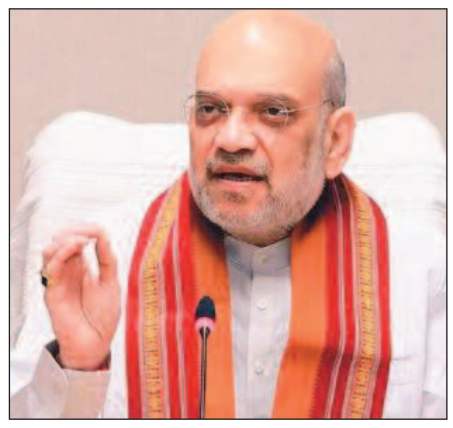

প্রয়োজনমতো জরুরি পদক্ষেপ করতে পারে রাজ্য।

২। জরুরি পরিস্থিতিতেও যাতে জল, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল পরিষেবা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল থাকে, তার জন্য যে কোনও পদক্ষেপ করতে পারে রাজ্য।

৩। অসামরিক প্রতিরক্ষার জন্য যদি কোনও সরঞ্জাম কেনার প্রয়োজন পড়ে, সে ক্ষেত্রে কোনও এমন নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই, যাতে গোটা বিষয়টিতে দেরি হয়।

সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর সতর্ক করল পিআইবি

নয়াদিল্লি, ৯ মে: পাকিস্তানের নির্লজ্জ আক্রমণে জোরাল প্রত্যাঘাত ভারতের। জল, স্থল ও আকাশপথে একযোগে ভারতীয় সেনার আক্রমণে পাকিস্তানি প্রতিরোধ খান খান। আর এই সংঘাতের আবহে সোশাল মিডিয়ায় ঘুরছে নানা ভিডিও। যার অধিকাংশই ভুয়ো। পিআইবি ফ্যাক্ট চেকের তরফে এক্স হ্যান্ডলে একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের ভিডিও শেয়ার করার আগে সতর্ক হোন। সজাগ থাকুন। ২০২০ সালে লেবাননের বেইরুটে বিস্ফোরক হামলার ভিডিওকে চালানো হচ্ছে ভারতের বুকে পাকিস্তানের মিসাইল হামলা বলে। জলন্ধরে ড্রোন হামলার একটি ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ভিডিওটি আসলে অন্য একটি অগ্নিকাণ্ডের। অমৃতসরের সেনা ঘাঁটিতে হামলার একটি ভিডিও পাকিস্তানের এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করা হচ্ছে। এটাও অনেক পুরনো একটি ভিডিও। ভারতের একটি ইউএভি ড্রোনকে

গুলি করে নামিয়েছে পাক সেনা- এমনই একটি ছবিও অনেকে শেয়ার করছেন। এটা আসলে ছড়ানো হয়েছে পাকিস্তানের একটি এক্স হ্যান্ডল থেকে। যা আসলে ২০২২ সালের রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের দৃশ্য। বদগামে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করার যে ভিডিওটি ছড়াচ্ছে সেটাও ভুয়ো। ২০১৯ সালের একটি ভিডিওকেই পাকিস্তানিরা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে।

সেনাপ্রধানকে বিশেষ ক্ষমতা কেন্দ্রের

টেরিটোরিয়াল আর্মিকেও ব্যবহার করতে বিজ্ঞপ্তি জারি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৯ মে: ভারত-পাক সংঘাত পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি। এবার দেশের টেরিটোরিয়াল আর্মিকেও নির্দেশ দিতে পারবেন সেনাপ্রধান অনিল চৌহান। অর্থাৎ এবার ভারতীয় সেনাকে সাহায্য করবে টেরিটোরিয়াল আর্মি। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, টেরিটোরিয়াল আর্মি রুল, ১৯৪৮-এর ৩৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী এবার থেকে সেনাপ্রধান টেরিটোরিয়াল আর্মির আধিকারিকদের প্রয়োজনে ডেকে পাঠাতে পারবেন, কাজে লাগাতে পারবেন। তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োগ করা হতে পারে। সেনাকে রসদ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব বহনের পাশাপাশি অন্য কাজেও ব্যবহার করা হতে পারে তাঁদের।

দেশে মোট ৩২টি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন বা টেরিটোরিয়াল আর্মি রয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি ব্যাটেলিয়নকে পুরোপুরি নিযুক্ত করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাদের দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, কেন্দ্র, দক্ষিণ-পশ্চিম, আন্দামান ও নিকোবর কমান্ডে নিয়োগ করা হবে। তবে সাধারণ এদের যুদ্ধে বা সীমান্তে পাঠানো হয় না, যদি না অভাবনীয় কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়। বদলে বাহিনীকে রসদ সরবরাহ, নাকা চেকিং, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মতো দায়িত্ব সামলাতে হয় তাদের।

ভারতের টেরিটোরিয়াল আর্মি হল স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাঅবসর নেওয়া সেনা আধিকারিকদের একটি সহায়ক সামরিক সংস্থা। যা প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সহায়তা পরিষেবা প্রদান করে। এটি অফিসার, জুনিয়র কমিশনড অফিসার, নন-কমিশনড অফিসার এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো পদধারী অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে গঠিত, তাঁদের মধ্যে বেসামরিক পেশার ব্যক্তিরাও রয়েছেন। দেশের বহু সফল ক্রীড়াবিদদের সামরিক সম্মান দেওয়া হয়। যেমন-কপিল দেব, শচিন তেন্ডুলকর, মহেন্দ্র সিং ধোনি, নীরজ চোপড়া, অভিনব বিন্দ্রা, রাজ্যবর্ধন সিং রাঠৌররা এই সম্মান পেয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরাও টেরিটোরিয়াল আর্মির অংশ। ফলে প্রয়োজনে তাঁদেরও ডাকা হতে পারে।

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতের পরিস্থিতিতে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে দেশজুড়ে। পাকিস্তানের সেনার বিরুদ্ধে লড়ছেন ভারতীয় জওয়ানরা। জঙ্গিদের নির্মূল করার অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা। এই আবহে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে দেশ, মানুষ, সবার ভালো থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের ১৬৪তম অনুষ্ঠানে হাজির হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে কবিগুরুকে সম্মান জানানোর পর বলেন, 'যারা সেনা জওয়ান লড়াই করছে, মাতৃভূমি রক্ষা করছে, তাদের শ্রদ্ধা জানাই। সবাই ভালো থাক, দেশ ভালো থাক, মানুষ ভালো থাক।' মঞ্চে কবি গুরুর কবিতার কয়েকটি লাইনও উদ্ধৃত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে আমারা শিখেছি, 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়'।'

অপারেশন সিন্দুরে পাক ঘাঁটি ওড়ানোর অফিশিয়াল ভিডিও প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ৯ মে: ভারত-পাক সীমান্তে চরম উত্তেজনার আবহে বড় পদক্ষেপ ভারতীয় সেনার। 'অপারেশন সিন্দুর'-এর অধীনে ৮ মে রাত থেকে ৯ মে ভোরের মধ্যে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে একাধিক সেনাঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় বাহিনী। সেনার তরফে শুক্রবার প্রকাশ করা হয়েছে সেই আক্রমণের অফিশিয়াল ভিডিও। তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইলের আঘাতে এক পাক সেনাঘাঁটি ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে।

সূত্র অনুযায়ী, পাকিস্তান সেনা প্রথমে পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে একাধিক বার ড্রোন ও গুলির মাধ্যমে হামলা চালায়। তার পাল্টা জবাবেই নিয়ন্ত্রিত ও নিখুঁত হামলা চালায় ভারতীয় বাহিনী। সীমান্তে একের পর এক সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন এবং অনুপ্রবেশের চেষ্টার জবাবে সেনা জানিয়েছে, 'ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

সংঘাতের আবহে ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে পড়ায় আসল ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে বলেই ধারণা প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের। করাচি বন্দরে হামলা-সহ একাধিক বিভ্রান্তিকর ছবি ভাইরাল হলেও সেগুলি পরে ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে সেনার স্পষ্ট বার্তা; পাকিস্তানের প্রতিটি আগ্রাসনের পাল্টা জবাব চলবে।

জঙ্গি দমন অভিযানে লাইভ সম্প্রচার নয় কড়া হুঁশিয়ারি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৯ মে: জঙ্গি দমন অভিযানের সময় সেনা বা নিরাপত্তা বাহিনীর গতিবিধি লাইভ সম্প্রচার নয়, সরাসরি সতর্ক করল কেন্দ্র। সংবাদমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও সাধারণ নাগরিক-সবাইকে এই বিধিনিষেধ মানতে বলা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এমন সংবেদনশীল তথ্য আগাম প্রকাশ করলে অভিযান ভেস্তে যেতে পারে, ঝুঁকিতে পড়তে পারে জওয়ানদের প্রাণ।

হুঁশিয়ারিতে স্মরণ করানো হয়েছে কার্গিল যুদ্ধ, ২৬/১১ মুম্বই হামলা আর কান্দাহার বিমান ছিনতাইয়ের মতো ভয়ঙ্কর অতীতকে, যেখানে সময়ের আগেই তথ্য ফাঁস হওয়ায় চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। তাই এখন শুধু নির্দিষ্ট সরকারি আধিকারিকদের পক্ষ থেকেই সময়ানুগ ব্রিফিং অনুমোদিত। এর বাইরে রিয়েল-টাইম বা লাইভ রিপোর্টিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

২০২১ সালের কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (সংশোধনী) বিধির ৬(১)(প) ধারা অনুযায়ী এই নির্দেশ কার্যকর। প্রতিটি সংবাদমাধ্যম ও প্ল্যাটফর্মকে 'সর্বোচ্চ সতর্কতা, সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ব' নিয়ে কাজ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সেনা অভিযান চলাকালীন মিডিয়ার আগেভাগে 'সাব ব্রেকিং' চালানোর প্রতিযোগিতা যে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে;আরও একবার তা স্পষ্ট করে দিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

NARSINGHA

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

পাওয়ার দাতা:- শ্রী শশাঙ্ক শেখর গরাই, পিতা- স্বর্গীয় বিষ্টু গরাই, কুমার ডাঙ্গা, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা:-শ্রী গঙ্গাধর দে, পিতা- স্বর্গীয় গুইরাম দে, কুমার ডাঙ্গা, ওন্দা, বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা:-শ্রী সৌমেন ঘোষ, পিতা - মনোরঞ্জন ঘোষ ওন্দা, বাঁকুড়া। দলিল নং I-537/2012 পাওয়ার নং-IV- 23 Date 14/06/2011 পরিমান ৫০ শতক A.D.S.R Onda তপশীল:-জে.এল-১৪৬, মৌজা- পুঁথিয়া, খতিয়ান-৪৫/৩/২৭ সাবেক ১৩৩ হাল দাগ ২৯৫ পরিমান-১.৬৫ শতক।

বিজ্ঞপ্তি

পাওয়ার দাতা: শ্রীমতী রেবা দাস স্বামী-শ্রী কাশীনাথ দাস, সাং+পোস্ট-বাঁকুড়া, রামপুর, ৭২২১০১। পাওয়ার গ্রহীতা:-শ্রী সুব্রত বর্ধন পিতা- স্বর্গীয় নিরঞ্জন বর্ধন, গ্রাম-কমলপুর, পোস্ট-বালিয়াড়া, ওন্দা, ৭২২১৪৪। কোবালা গ্রহীতা:-শ্রী আকাশ সুর পিতা-শ্রী ভীম সুর, সাং-বিক্রমপুর, পোস্ট-লোদনা, ওন্দা, পরিমান-১০ শতক। পাওয়ার নং:- 0101800090/19 Date- 22/08/2019 ওন্দা A.D.S.R তপশীল:-মৌজা-ইন্দকাটা, জে.এল-১০৪, দাগ-১৩৭ খতিয়ান-৮৩২, পরিমান-৫ শতক, দলিল- 711/2020। শ্রী বিকাশ সুর, পিতা-বিক্রমপুর, লোদনা, ওন্দা, মৌজা-ইন্দকাটা, জে.এল-১০৪, দাগ-১৩৭ খতিয়ান- ৮৩২, পরিমান-৫ শতক। দলিল নং-710/2020। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura, Enrol. No. F/423/652/2017

বিজ্ঞপ্তি

পাওয়ার দাতা:- (১) শ্রীমত্যা অর্চনা ব্যানার্জী স্বামী ঁদিলীপ ব্যানার্জী, আসানসোল, পলাশ বাগান (২) শ্রীমতী মনিকা চৌধুরী ওরফে মনিকা চট্টোপাধ্যায় স্বামী স্বর্গীয় প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, সাং- রায়পুর, বাঁকুড়া (৩) শ্রীমতী বাণী রায় স্বামী শ্রী গোপাল রায়, সাং-খাতড়া, বাঁকুড়া, (৪) শ্রী মত্যা রেণুবালা চট্টরাজ ওরফে রেণুকণা চট্টরাজ স্বামী স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ চট্টরাজ ওরফে বেদব্যাস চট্টরাজ, সাং-শ্যামপুর, শালতোড়া, বাঁকুড়া, (৫) শ্রী শ্যামসুন্দর চৌধুরী পিতা স্বর্গীয় প্রফুল্ল কমল চৌধুরী ওরফে প্রফুল্ল চৌধুরী, সাং জগদল্লা, বাঁকুড়া পাওয়ার গ্রহীতা- (১) শ্রী মনবোধ গোস্বামী পিতা-স্বর্গীয় শীতল গোস্বামী, সাং-ধলডাঙ্গা, বাঁকুড়া (২) শ্রী আনন্দ গরাই পিতা শ্রী দিলীপ গরাই, সাং ধলডাঙ্গা, জগদল্লা, বাঁকুড়া পাওয়ার দাতা: শ্রী সুভাষ চৌধুরী পিতা স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, সাং-জগদল্লা, বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা- সেখ সেরাফত পিতা সেখ শের মহম্মদ, সাং-নূতনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া পাওয়ার দাতা:- শ্রীমতী উমা চৌধুরী, স্বামী স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, সাং-ধলডাঙ্গা, বাঁকুড়া পাওয়ার গ্রহীতা-সেখ সেরাফত সেখ শের মহম্মদ, সাং-নূতনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া ও সুদীপ চক্রবর্তী, পিতা- ঁপ্রদীপ চক্রবর্তী গোপীনাথপুর বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা-শ্রীমতী উমা শীট, স্বামী শ্রী সুজিত কুমার শীট, সাং-গোড়াবাড়ি বাঁকুড়া, দলিল নং- I-010106137/2024 Date - ০৪.১০.২০২৪, D.S.R, Bankura, মৌজা- ধলডাঙ্গা, জে.এল- ১৯৪, দাগ নং-১২২৮ খতিয়ান নং-৫৪৭ পরিমান -১.৫৬৫ শতক, দাগ নং-১২২৮, খতিয়ান নং -২৫৫৮, পরিমান -০.৫ শতক, দাগ নং-১২২৮, খতিয়ান নং-২৫৬০, পরিমান -০.৫ শতক, দাগ নং-১২২৮, খতিয়ান নং-১০৭১, পরিমান- ১.০০ শতক, দাগ নং-১২২৮, খতিয়ান নং-৭৩৭, পরিমান-০.৫৬৭ শতক, সর্বমোট পরিমান -৪.১৩৭ শতক দলিল নং 6136/2024 D.S.R. Bankura, পাওয়ার নং- 010100111/2024, 010200512/2024, 010101262/2024, 010102618/2023, সর্বমোট পরিমান- ১১ শতক উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura, Enrol. No. F/423/652/2017

CHANGE OF NAME

I, **Swati Agarwal**, D/o Mohan Kumar Jain residing at 20th Floor, 2002, T2, Emerald Isle, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai-400076. After my marriage, I assumed the name **Swati Agarwal** for social and personal reasons and shall henceforth be known as **Swati Jain** as declared before the 2&3 Bankshall Court at Kolkata vide Notary Govt. of India dated 07.05.2025 that **Swati Agarwal** and **Swati Jain** both are same and identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ই মে। ২৬শে বৈশাখ। শনি বার। ত্রয়োদশী তিথি, জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র দশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

**(আজ গুরুসদয় দত্ত র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস ।
সাহিত্যিক প্রমথ নাথ বিশীর প্রয়াণ দিবস।
সৎসঙ্গ র শ্রী বড়মার প্রয়াণ দিবস।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

// ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট হুগলী, এ্যাট চুঁচুড়া //
এ্যাক্ট –৩৯ কেস নং- ২০/২০২৪

পিটিশনার :- শ্রী শেখর পাল, পিতা স্বর্গীয়- দুর্গাচরন পাল, সাকিম- আই - ৮০২, আটতলা [illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

[illegible]

রাজ্যবাসীকে নেশা থেকে মুক্ত করতে নীবিড় প্রচার কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যবাসীকে সমস্ত রকমের নেশা থেকে মুক্ত করতে নীবিড় প্রচার কর্মসূচি চালানো হবে। এজন্য রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এজন্য সমাজ কল্যাণ দপ্তর বিভিন্ন স্তরের মানুষকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিয়োগ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। রাজ্যের প্রতি জেলা থেকে ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবককে বাছাই করতে জেলাস্তরেরর আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষিত করা হবে। এরপর তাঁরাই এলাকায় গিয়ে নেশাদ্রব্য বর্জন করা নিয়ে প্রচার করবেন। নেশা মুক্ত দেশ গড়ার জন্য রাজ্যের তরফ থেকে 'অ্যাকশন প্ল্যান' নেওয়া হয়েছে। মানুষকে বুঝিয়ে সিগারেট-বিড়ি বা অন্যান্য নেশাদ্রব্য ছাড়াতে আরও প্রচার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাই সরকার চাইছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু কল্যাণ ইত্যাদি দপ্তর থেকে কিছু লোকজন এগিয়ে এসে এই অভিযানে সামিল হন। তাই প্রত্যেক জেলাকে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। অনলাইনে তাঁদের এই কর্মসূচি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যে কোনও ধরনের নেশা যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, সেটা বোঝাতে নানা সময় একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরেও নেশার প্রকোপ সেভাবে কমানো যায়নি। তাই এবার এনিয়ে প্রচারের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি করতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নামানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য।

খড়গপুরে নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর সাধারণ শিল্পতালুকে নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দের পরিকল্পনা করেছে। শিল্প তালুকের আরও ৭ একরের কিছু বেশি জমি সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট জমির সীমানা চিহ্নিত করতে একটি বিস্তারিত সমীক্ষা চালানোর জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে। ২০৫ একরের বেশি আয়তন বিশিষ্ট খড়গপুর শিল্প তালুকে বর্তমানে ২৮টি ইউনিট রয়েছে। রাজ্য সরকার বর্তমানে অব্যবহৃত জমিগুলি শিল্প গড়ে তোলার জন্য বরাদ্দ করতে শুরু করেছে। শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে জমিজটের সমস্যা সমাধানে রাজ্য একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। খড়গপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের মোট আয়তন ২০৫.৬৫ একর। এই পার্কের মধ্যে নির্দিষ্ট ৭.০৯ একর জমি চিহ্নিত করে সীমা নির্ধারণের দায়িত্ব নেবে নির্বাচিত সমীক্ষা সংস্থা।শিল্পন্নোয়ন নিগম সংশ্লিষ্ট জমির বিবরণ অনুসারে সাইট প্ল্যান এবং প্রস্তুত করবে। এছাড়া, জমি সমীক্ষার তথ্য সংশ্লিষ্ট মৌজা ম্যাপে সুপারইমপোজ করতে হবে। একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত প্লটগুলির একটি বিস্তারিত জমি সূচি তৈরি করা হবে এবং প্রতিটি প্লটের সীমারেখা চিহ্নিত করে সীমানা খুঁটি বসানো হবে। আসল জমি চিহ্নিত করতে এবং মৌজা ম্যাপে সুপারইমপোজ করার জন্য মাঠ পর্যায়ে ভেরিফিকেশন করা হবে। মাঠভিত্তিক এই জরিপের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত নকশা তৈরি হবে। ১৯৭৬ সালে স্থাপিত খড়গপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অবস্থান নিংপুরায়, খড়গপুর শহর থেকে প্রায় ৭ কিমি দূরে। এখানকার নিকটতম বন্দর হল হলদিয়া বন্দর, যা প্রায় ১২৭ কিমি দূরে অবস্থিত। কলকাতা বন্দর এখান থেকে ১৩৮ কিমি দূরে। শিল্পন্নয়ন নিগম , রাজ্য সরকারের অধীনস্থ নোডাল এজেন্সি হিসেবে রাজ্যে শিল্পায়নের দায়িত্বে রয়েছে। তারা ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক (খড়গপুর), পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রিষি বঙ্কিম শিল্পউদ্যান (নৈহাটি), ফাউন্ড্রি পার্ক, রাবার পার্ক, হাওড়ার ফুড পার্ক, রঘুনাথপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক (পুরুলিয়া) সহ একাধিক পার্ক তৈরি করেছে।

ওয়ার্ল্ড রেডক্রস ডে কর্মসূচি পালন হাওড়া ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়ার্ল্ড রেডক্রস ডে ও ওয়ার্ল্ড থ্যালাসেমিয়া ডে উপলক্ষে ৮ ও ৯ মে ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি, হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে স্যোসাইটির অফিসে দু'দিন ব্যাপী আলোচনা সভা ও রক্তদান শিবিরে মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রথম দিন ৮ মে রেডক্রসের প্রতিষ্ঠাতা ডোনাল্ড সাহেবের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর স্যোসাইটির পরিচালন কমিটির সদস্য-সহ স্যোসাইটির কর্মীদের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদক ডা. সুজয় পালিত ও রেডক্রস হাওড়া জেলা কোঅর্ডিনেটর মন্দিরা চক্রবর্তী সহ অন্যান্য সদস্যরা বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় দিন ৯ মে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়, হাইকোর্ট, বিচারপতি অরিজিৎ মুখার্জী, ব্যারাকপুর কোর্ট ও বেলুড় মঠের স্বামী শ্রদ্ধাময়ানন্দ মহারাজ রক্তদান শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রেড ক্রসের পেট্রন অমিতাভ জানা, সম্পাদক ডা. সুজয় পালিত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। সকল কর্মী ও পরিচালন কমিটির সকল সদস্যদের উদ্যোগে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হয়।

শতবর্ষে হাওড়া বিভাগ, গর্বের ইতিহাসের 'রাজধানী এক্সপ্রেস'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেলযাত্রার গতি, আরাম আর প্রযুক্তির সেরা মিশেল যে ট্রেন, তার নামই রাজধানী এক্সপ্রেস, ২০২৫ সালে শতবর্ষে পা রাখছে পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ। এই দীর্ঘ সময়কালের অন্যতম গৌরবময় অধ্যায় হল 'রাজধানী এক্সপ্রেস'-এর যাত্রা। ষাটের দশকে হাওড়া-দিল্লি রুটে যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান ভিড় ও দ্রুতগতির রেলের প্রয়োজন মেটাতে ভারতীয় রেল পরিকল্পনা নেয় এক নতুন যুগের সূচনার। পরীক্ষামূলকভাবে ১৯৬৭ সালে 'গ্র্যান্ড কর্ড' রুটে চালু হয় হাওড়া-দিল্লি ট্রেন। আর তারই ফসল ১৯৬৯ সালের ৩ মার্চ চালু হয় 'রাজধানী এক্সপ্রেস'। এই ট্রেনই ভারতের প্রথম সুপারফাস্ট ও সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যাত্রীবাহী রেল। শুরুতে সপ্তাহে দু'দিন চললেও অল্প সময়েই গতির প্রতীক হয়ে ওঠে রাজধানী এক্সপ্রেস। সেসময়ে এর সর্বোচ্চ গতি ছিল ১২০ কিমি/ঘণ্টা, যা ১০০ কিমি/ঘণ্টা গতির কালকা মেলকে পিছনে ফেলে দেয়। শুধু গতি নয়, যাত্রী পরিষেবাতেও রাজধানী ছিল এক বিপ্লব। উন্নতমানের খাবার, আরামদায়ক এসি কামরা এবং যাত্রাপথে যেকোনও প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য এক বিশেষজ্ঞ দল সর্বদা তৈরি থাকত। উচ্চ গতির রেল চলাচলের জন্য রেলপথে আনা হয় কাঠামোগত পরিবর্তন।

ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে পূর্ব রেলে জোরদার নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-পাক সীমান্তে তৈরি হওয়া উত্তেজনার আবহে পূর্ব রেল এলাকায় বাড়ানো হল নিরাপত্তা। চলতি বছরে হাওড়া বিভাগের শতবর্ষ উদ্ যাপনের মধ্যেই, পূর্ব রেল আরপিএফ, আরপিএসএফ, জিআরপি ও স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ও রেলপথে নজরদারি জোরদার করেছে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীদের সতর্ক করতে স্টেশন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার চলছে। লেভেল ক্রসিং ও স্টেশনে মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তা কর্মী। লাগেজ ও পার্সেল স্ক্যানার, হ্যান্ড হেল্ড মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চলছে তল্লাশি। ভিড় জমে এমন জায়গায়, যেমন টিকিট কাউন্টার, ওয়েটিং হল, শৌচাগার ও কনকোর্সে বিশেষ নজরদারি চলছে। ডগ স্কোয়াড মোতায়েন হয়েছে ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মে। রাত্রিকালীন টহল, স্পর্শকাতর এলাকায় রুট মার্চ এবং জিআরপি-র সঙ্গে যৌথ নাশকতা-বিরোধী তল্লাশিও চালানো হচ্ছে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনে আরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Civil Judge (Sr. Divin) Ghatal
T.S. 33/2019

বনমালী পাল পিতা- ঁবিজয় কৃষ্ণ পাল সাং- নিজামপুর, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ...বাদী

-VS-

২৪) শ্রীমতী মালতী মন্ডল (পাল) স্বামী শ্রী শংকর মন্ডল, ২৫) শ্রীমতী পুর্ণিমা মন্ডল, (পাল) স্বামী- শ্রী অনিল মন্ডল, ২৬) শ্রীমতী শ্যামলী খাঁড়া, স্বামী- শ্রী রামপদ খাঁড়া, সর্ব্ব সাং- গোবিন্দনগর, পোঃ- চেঁচুয়া গোবিন্দ নগর, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। ...বিবাদী

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যায় যে, উপরোক্ত বাদী দাসপুর থানার বসন্তপুর মৌজায় সাং- ১৩৪০ হাল ১৪৩৭ দাগে জল ২৭শঃ এবং সাং- ১৩৪১ হাল ১৪৩৮ নং দাগে জল ১৫শঃ সম্পত্তি লইয়া উপরোক্ত আদালতে Declaration, Partition and injunction প্রার্থনায় এক মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমায় আপনাদের কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া ইংরাজী ০৩/০৬/২৫ তারিখে বেলা ১০.৩০ মিঃ হাজির হইয়া জবাব দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অনুমত্যানুসারে
সুশীল পাল
Sheristadar
Civil Judge's Court
(Sr. Divn.) Ghatal
08/05/25

ভারতীয় সেনাদের কুর্নিশ চোরবাগানের কর্তাদের

সোশ্যাল মিডিয়ায় চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি সম্মান জানাল ভারতীয় সেনাদের লড়াইকে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকমুখেই প্রশংসা ছড়িয়েছে চোরবাগান সর্বজনীনের। মণ্ডপের বিষয় ও ভাবনার চমকে - মধ্য থেকে উত্তর কলকাতার ভিড়ে ভাগ বসিয়েছে গিরীশ পার্কের উল্টোদিকে চোরবাগান। সেই চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি ভারতের সেনাদের কুর্নিশ জানাল। সোশ্যাল মিডিয়ায় সমিতির পক্ষ থেকে লেখা হল জয় হিন্দ। চোরবাগানের অন্যতম কর্তা ও সভাপতি প্রদীপ কুমার দে'র পরিচয় অবশ্য অন্যতম ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে। সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দে জানান, সবার আগে দেশ, তারপর উৎসব, খেলা সব কিছু। আমরা দেশের সেনাদের কুর্নিশ জানাই। অন্যদিকে চোরবাগান পুজোর প্রাণপুরুষ ও অন্যতম কর্তা জয়ন্ত ব্যানার্জী, সচিব প্রত্যুষা ব্যানার্জীরা জানান, আগে দেশ পুজো, তারপর হবে চোরবাগানের পুজো। বীর সেনাদের সমর্থন সবসময়ের জন্য রইল। এবারের পুজোয় তাদের স্বীকৃতিকে কুর্নিশ জানিয়ে কিছু করার কথাই ভাবা হচ্ছে। তবে এইমুহূর্তে তাদের সেবাকে বাহবা দিতেই হবে।

১৩ মে থেকে জোকা-মাঝেরহাট রুটে চলবে ৬২টি মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রোযাত্রীদের জন্য সুখবর। যাত্রীদের চাহিদা পূরণে আগামী ১৩ মে ২০২৫ (মঙ্গলবার) থেকে জোকা-মাঝেরহাট রুটে বাড়ছে মেট্রো পরিষেবা। এখন যেখানে সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ৪০টি (২০ আপ ও ২০ ডাউন) মেট্রো চলাচল করছে, সেখানে ওই দিন থেকে চলবে মোট ৬২টি (৩১ আপ ও ৩১ ডাউন) মেট্রো। প্রতিটি ট্রেনের ব্যবধান থাকবে ২৪ মিনিট। পাশাপাশি, পরিষেবা চলার সময়সীমাও বড় হচ্ছে। এখন পরিষেবা শুরু হয় সকাল ৮টা ২৭ মিনিটে এবং শেষ হয় দুপুর ৩টে ৪৩ মিনিটে। ১৩ মে থেকে পরিষেবা শুরু হবে সকাল ৭টা ৫৭ মিনিটে এবং শেষ হবে রাত ৮টা ১৭ মিনিটে। প্রথম মেট্রো মাঝেরহাট থেকে ছাড়বে সকাল ৭টা ৫৭ মিনিট (আগে ছিল ৮টা ২৭ মিনিট)।

পাকিস্তানের বর্বরতার প্রতি সভ্যতার প্রত্যাঘাত বেলুড় মঠের সেক্রেটারি মহারাজ: বেলুড় মঠের সেক্রেটারি মহারাজ সুবিরানন্দ জি সম্প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'ভারতবর্ষের মাটি, যা মুনি-ঋষিদের দেশ, এটি বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণদেবের ভারত। এখানে প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র।'

-বিজ্ঞপ্তি-

আমি জিৎ সরকার পিতা স্বর্গীয় পবিত্র কুমার সরকার, সাং- কুমারডাঙ্গা, পোঃ-ওন্দা, জেলা -বাঁকুড়া ১৮.০২.২০২২ তারিখের নয়ডা A.D.S.R. অফিসের Book-IV এর 184 নং পাওয়ার মুলে (১) শুভঙ্কর সরকার পিতা স্বর্গীয় রমণীমোহন, সরকার এর পক্ষে আমমোক্তার স্বয়ং (২) দীপঙ্কর সরকার পিতা স্বর্গীয় রমণীমোহন সরকার এর নিকট হইতে ও গত ইং ১৮.০২.২০২৫ তারিখে আলিপুর রেজিস্ট্রি অফিসের Book-1 এর 1647 নং পাওয়ার মুলে শ্রীমতী চৈতালী ঘোষ স্বামী শ্রী পার্থ সারথী ঘোষ এর পক্ষে আমমোক্তার পার্থ সারথী ঘোষ পিতা স্বর্গীয় প্রদ্যুৎ কুমার ঘোষ এর নিকট হইতে মোট উক্ত দুইটি পাওয়ার মুলে গত ইং ২০.১২.২০২৩ তারিখে ওন্দা A.D.S.R. অফিসের ৪০৩২ নং কোবালা দলিল দ্বারা তপশীল -১) মৌজা-পুঁথিয়া, জে এল নং-১৪৭, খতিয়ান নং-২৭৯ ভুক্ত ৩৭ নং দাগে ০৮, ১৩১ নং দাগে ৫.৬৬ শতক, ১৪৭ নং দাগে ০৮ শতক সর্বমোট ২১.৬৬ শতক (২) মৌজা- কুমারডাঙ্গা, জে এল নং-১৪৫, খতিয়ান নং-৩৬০ ভুক্ত, ৬৪০ নং দাগে ০১ শতক (৩) মৌজা-ওন্দা, জে এল নং-১৮৩, খতিয়ান নং-৮৪৪ ভুক্ত ১১ নং দাগে ১৭ শতক, খরিদ করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura, Enrol. No. F/423/652/2017

যুদ্ধের আবহে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুতের আশ্বাস ইন্ডিয়ান অয়েলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের আকস্মিক হামলার জেরে দেশজুড়ে ছড়িয়েছে যুদ্ধের আশঙ্কা। সীমান্তে উত্তেজনার প্রভাব এসে পড়েছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। পেট্রল পাম্পে দীর্ঘ লাইন, তেল মজুতের প্রবণতা চোখে পড়ছে সর্বত্র। এই আবহেই দেশবাসীকে আশ্বস্ত করল ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড। এক্স হ্যান্ডলে এক সরকারি বার্তায় সংস্থাটি জানিয়েছে, 'আমাদের জ্বালানি ভাণ্ডার পূর্ণ, সরবরাহ ব্যবস্থাও স্বাভাবিক। আতঙ্কিত হবেন না। আমাদের আউটলেটগুলিতে পর্যাপ্ত পেট্রল, ডিজেল ও এলপিজি রয়েছে।' সেই সঙ্গে নাগরিকদের অযথা হুড়োহুড়ি না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই জম্মু-কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে পাক ড্রোন

ও মিসাইল হামলার খবর প্রকাশ্যে এসেছে। তা প্রতিহত করেছে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতির আশঙ্কায় শুধু জ্বালানি নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর মজুতের হিড়িকও দেখা যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী জানিয়েছেন, দেশে যথেষ্ট খাদ্য মজুত রয়েছে। গুজবে কান না দেওয়ার এবং দায়িত্বশীল আচরণের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১০ মে ২০২৫, ২৬ বৈশাখ, শনিবার

সম্ভাব্য যুদ্ধকালীন আবহে রাজ্য জুড়ে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনার আবহে রাজ্য জুড়ে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুলিশের শীর্ষ স্তর থেকে রাজ্যের সমস্ত থানা এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের প্রায় ৭৫০টি থানার অধিকাংশেই ইতিমধ্যেই সিসিটিভি নজরদারির আওতায় এনেছে। সেই ক্যামেরার ফিড রাজ্যের সচিবালয় নবান্নের কন্ট্রোল রুমে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে। এবার ওই ক্যামেরা গুলির সঙ্গে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের দপ্তরের কন্ট্রলরুমকেও যুক্ত করা হচ্ছে। ফলে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ

কর্তারা তৃণমূল স্তর পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলার উপর নজরদারি চালাতে পারবেন।

রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা, জেলা পুলিশ এবং রেল পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত ৩৮টি পুলিশ জেলার অধিকাংশ থানাই এখন নাগরিক নজরদারির আওতায় এসেছে। ভিডিও কন্ট্রোল রুমে যুক্ত হয়েছে সেই সব সিসিটিভি, যার ফলে কোথাও গোলমাল হলে সঙ্গে সঙ্গে নবান্ন থেকে তা দেখা ও ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। প্রথম দফায় কলকাতা, হাওড়া ও বিধাননগর কমিশনারেটের অধিকাংশ এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরাগুলিকে নবান্নর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে বাকি থানাগুলিকেও সংযুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে হাজার হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে বলে জানান পুলিশ আধিকারিকরা। তবে, কিছু এলাকায় এখনও ক্যামেরা নেই, ফলে সেখানে নজরদারি কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশেষত গ্রামীণ এলাকাগুলিতে সিসিটিভির অভাব সবচেয়ে বেশি। এর ফলে অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তদন্তকারীদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই পুলিশের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেসব থানা বা অঞ্চল এখনও সিসিটিভির বাইরে, সেগুলিকেও দ্রুত সংযুক্ত করতে হবে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শ্মশানঘাট বা সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিতে ক্যামেরা না থাকায় অতীতে বেশ কিছু অপরাধ ধরা পড়েনি। এখন সেই ঘাটতি মেটাতেই ব্যাপক হারে সিসিটিভি নজরদারি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কলকাতায় হাই অ্যালার্ট প্রসঙ্গ এড়ালেন সিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরের পাহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার পর ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে তীব্র উত্তেজনা। ভারত চালিয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর', পাল্টা জবাব দিয়েছে পাকিস্তানও। এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে কি না, তা নিয়ে মুখ খুললেন শহরের পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। রবীন্দ্রজয়ন্তীর এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটা সেনসিটিভ ইস্যু। প্রতিদিনই আমাদের বৈঠক চলছে। সঠিক সময়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষই বিস্তারিত জানাবে।' গুজবে কান না দেওয়ার বার্তাও দেন তিনি। বলেন, 'কলকাতা পুলিশ সর্বদা প্রস্তুত।' ৭ মে শহরে মকড্রিল হয়েছে বলেও জানান

সিপি। কলকাতা বিমানবন্দরে সতর্কতা সংক্রান্ত প্রশ্নে কিছু বলেননি তিনি। তবে সূত্রের খবর, বিমানবন্দরে জারি হয়েছে সতর্কতা, বাতিল হয়েছে সিআইএসএফ জওয়ানদের ছুটি। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিধানসভার নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে। স্পিকার জানিয়েছেন, কর্মীদের সব ছুটি বাতিল করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বারবার বলা হচ্ছে, আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকুন।

'চেনা ফর্মেই থাকব', জগন্নাথ বিতর্কে আরএসএসকে বার্তা দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করায় দলেরই একাংশের চাপে কোণঠাসা দিলীপ ঘোষ। তবে আত্মসমর্পণ নয়, দলবদলু নেতাদের সঙ্গে 'কমপ্রোমাইজ' করবেন না বলেই আরএসএস নেতৃত্বকে জানিয়ে দিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। কেশব ভবনে গিয়ে সংঘের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন দিলীপ। তিনি জানান, এই লড়াই একাই চালিয়ে যাবেন।

তাঁকেই যদি বিজেপি থেকে সরাতে হয়, সিদ্ধান্ত নিক আরএসএস-ই। দলের বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই কড়া অভিযোগ তুলে দিলীপ বলেন, 'আমাকে প্রাক্তন করে দল থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা চলছে। এমনকি কোর কমিটি বা সম্প্রসারিত রাজ্য কমিটির বৈঠকেও ডাক পাচ্ছি না। যদিও সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছেন, 'মতের অমিল থাকলেও মনের অমিল নেই।' দিলীপ ঘোষ পালটা বলেন, 'আমাকে আরএসএস ডেকেছিল। আমি গিয়ে যা বলার বলেছি।' বিজেপিতে থেকেই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথাই জোর দিয়ে জানিয়ে এসেছেন দিলীপ।

সমবায় নির্বাচনে বিজেপির জয়

ভগবানপুরে 'চোর তৃণমূল নির্মূল': সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভগবানপুর বিধানসভার ভগবানপুর-১ ব্লকের কোটবাড় অঞ্চলের অন্তর্গত মিলনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি'র নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন বিজেপি-সমর্থিত প্রার্থীরা। ৪৮টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ৩৪টি, তৃণমূল ১৪টি। এই ফলাফলের পর বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'চোর তৃণমূল হচ্ছে নির্মূল। বিজেপির সকল কার্যকর্তাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন, স্বচ্ছতা, সংকল্প, বিজেপি বিকল্প।' তিনি দাবি করেন, শাসকদলের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করেই সাধারণ মানুষ

স্বচ্ছতার পক্ষে রায় দিয়েছেন। বিজেপি শিবিরে উচ্ছ্বাস, আর তৃণমূল শিবিরে নীরবতা, ভোটের ফল প্রকাশের পর ভগবানপুরে রাজনৈতিক উত্তাপ স্পষ্ট।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ২৫শে বৈশাখ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

রাজ্যে তাপপ্রবাহে হিটস্ট্রোক এড়াতে সতর্কবার্তা স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে তাপপ্রবাহের দাপট দিনে দিনে বাড়ছে। গরমের অস্বস্তিতে হাঁসফাঁস অবস্থা দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। দুপুরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, হিট ইনডেক্স ছুঁয়ে ফেলেছে বিপজ্জনক মাত্রা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন হাসপাতালে হিট এক্সহস্টশন ও ডিহাইড্রেশনের একাধিক রোগী ভর্তি হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে সতর্কবার্তা জারি করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত গরমে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে হিটস্ট্রোকের আশঙ্কা থাকে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা শ্বাসকষ্টের রোগীদের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা আরও বেশি। তাই সময় থাকতে সাবধান না হলে, প্রাণহানির ঘটনাও ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা চিকিৎসকদের। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, দিনে অন্তত ৩ থেকে ৪ লিটার জল খাওয়া বাধ্যতামূলক। বাইরে বেরোলে ছাতা, টুপি, সানগ্লাস ব্যবহার করুন। দুপুর ১২টা থেকে ৩টার মধ্যে রোদ এড়িয়ে চলুন। ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরুন। খাদ্যতালিকায় রাখুন তরমুজ, শসা, দই ও লেবুজল। কফি, অ্যালকোহল ও জাঙ্কফুড এড়িয়ে চলুন। চিকিৎসকদের পরামর্শ, গরমকে হালকা ভাবে নিলে বিপদ বাড়বে। অস্বস্তিকর এই আবহাওয়ায় যত বেশি সম্ভব ঘরেই থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। প্রয়োজনে চটজলদি চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হেল্পলাইন নম্বর সঙ্গে রাখার পরামর্শও দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

এসটিএফের তল্লাশিতে মিলল বেআইনি অস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাতের অন্ধকারে শহরে চলল তল্লাশি। মিলল অস্ত্র। উদ্ধার হল প্রচুর কার্তুজ। বৃহস্পতিবার রাতে ভারতের সীমান্তে পরপর মিসাইল ছুঁড়ে হামলার চেষ্টা করেছে পাকিস্তান, সেই সময়েই চলে এই তল্লাশি। গোপন খবর পেয়ে এই তল্লাশি চালায় বেঙ্গল এসটিএফ। দমদমে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একেবারে কাছ থেকেই ওই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, এয়ারপোর্টের কাছে নারায়ণপুর থানার পূর্ব বেড়াবেরি এলাকায় গোপন খবরের ভিত্তিতে একটি এক্সইউভি গাড়িতে ওই তল্লাশি চালানো হয়। তিনটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১৪ রাউন্ড কার্তুজ-সহ গ্রেপ্তার হয় চার দুষ্কৃতী। ধৃতরা হলেন লিঙ্কন হোসেন, তিনি চিনার পার্কের বাসিন্দা। ধরা পড়েছেন বাকিবিল্লা গাজী, তিনি মাটিয়ার বাসিন্দা। আঠঘোরা এলাকার বাসিন্দা ফারুক সর্দারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা রাজীব মোল্লাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরপরই নারায়ণপুর থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে অস্ত্র আইনে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এদের কাছ থেকে মিলেছে একটি ৭ এমএম সেমি অটোমেটিক পিস্তল, দুটি ওয়ান শটার পাইপগান, ১২ রাউন্ড ৭.৬৫ এমএম কার্তুজ, ২ রাউন্ড ৮ এমএম কার্তুজ। ধৃতরা কোথায়, কী উদ্দেশে ওই অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

পাকিস্তানের বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে নিহতদের সংখ্যা তুলে বিতর্কে শুভেন্দু

প্রসঙ্গ অপারেশন সিঁদুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্য নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। তাঁর দাবি, ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই অভিযানে সীমান্তের ওপারে পাকিস্তানি সন্ত্রাসী শিবিরে প্রায় ২০০ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে, যদিও তিনি মনে করেন, 'ন্যূনতম ২৬০ জনের মৃত্যু প্রয়োজন।' শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, 'পাহালগাঁওয়ে নিহত নিরীহ হিন্দু পর্যটকের বদলে ২৬০ জন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু জরুরি। এই অভিযানে পাকিস্তানকে বড় আঘাত হানা হয়েছে। 'আবর্জনার স্তূপ' পাকিস্তান তার সন্ত্রাসী কাঠামোতে বড়সড় ক্ষতি দেখেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়ে তাদের শক্তি একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর এখনও চলছে এবং পাকিস্তানকে তার কৃতকর্মের জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে।'

পোস্টে তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে নিহতদের সংখ্যা তুলে ধরেছেন। মুজাফ্ফরাবাদে ২৮ জন, কোটলিতে ১০০ জন, মুরিদকে ১৯ জন, বাহাওয়ালপুরে ৪০ জন (এর মধ্যে উচ্চমানের লক্ষ্যও রয়েছে), লিপাতে ১২ জন। এছাড়া, শুভেন্দু অধিকারী তাঁর পোস্টে ভারতের সেনাবাহিনীর সাহসী পদক্ষেপের প্রশংসা করেন এবং শেষমেশ লেখেন, 'জয় হিন্দ। জয় ভারতীয় সেনাবাহিনী।'

এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এই অভিযানের কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তবে, এই ধরনের মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, বিশেষ করে সীমান্তে সংঘর্ষ এবং অপারেশন সিঁদুরের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এক্ষেত্রে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অথবা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আসা পরবর্তী বিবৃতি বা প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

ব্যাঙ্ক অ্যাপ ডাউনলোডে প্রতারণা, পুলিশ খোয়ালেন ১০ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাঙ্কের অ্যাপের আড়ালে মিরর অ্যাপ। ওই অ্যাপ ডাউনলোড করেই দশ লাখ টাকা খোয়ালেন কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক। এরপর ট্রাফিক বিভাগের ওই পুলিশ আধিকারিক পূর্ব কলকাতার এন্টালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকলেও তাঁর আদি বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত একটি সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একটি ওয়েবসাইট সার্চ করেন। সেখানেই মেমারির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের নম্বর সামনে আসে। ওই নম্বরে তিনি ফোন করতে এক ব্যক্তি নিজেকে ম্যানেজার বলে পরিচয় দেয়।

ওই ব্যক্তি পুলিশ আধিকারিককে হোয়াটস অ্যাপে

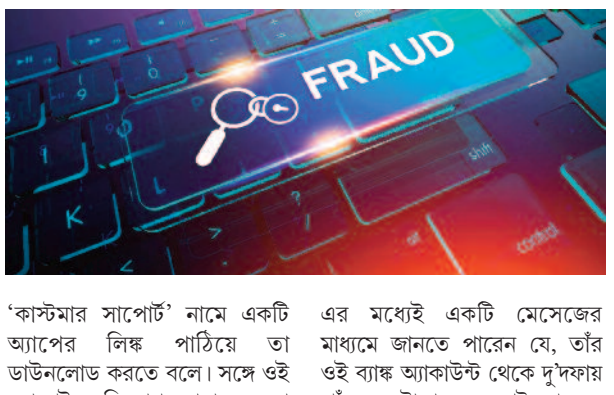

'কাস্টমার সাপোর্ট' নামে একটি অ্যাপের লিঙ্ক পাঠিয়ে তা ডাউনলোড করতে বলে। সঙ্গে ওই অ্যাপেই অভিযোগ জানাতে বলা হয় তাঁকে। বিশ্বাস করে অ্যাপটি ডাউনলোড করে ব্যাঙ্কের কিছু তথ্যও দেন। পুলিশ আধিকারিক বুঝতেও পারেননি যে, ব্যাঙ্কের অ্যাপের আড়ালে সেটি টাকা হাতানোর 'মিরর' অ্যাপ। তাঁকে দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলা হয়। এর মধ্যেই একটি মেসেজের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তাঁর ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে দু'দফায় পাঁচ লক্ষ টাকা করে মোট দশ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে তিনি এন্টালি থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। যে মোবাইল থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, সেই নম্বরের মাধ্যমেই তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন মাঠে উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাসুদেবপুর থানার কাউগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ কয়রাপুর খাল সংলগ্ন চাষের মাঠ থেকে উদ্ধার এক মহিলার মৃতদেহ। শুক্রবার সকালে জমিতে চাষ করতে আসা এক কৃষক মহিলার মৃতদেহটিকে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে স্থানীয়রা সেখানে হাজির হন। ঘটনাস্থলে আসেন কাউগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শেখ ইমতিয়াজ আলি। তিনি বাসুদেবপুর থানার পুলিশকে বিষয়টি জানান। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস, এসিপি জগদ্দল বিশ্বজিৎ পাত্র। কাউগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-প্রধান শেখ ইমতিয়াজ আলি জানান, মহিলার ব্যাগে থাকা একটি ব্যাগে আধারকার্ড অনুযায়ী মৃতার নাম প্রীতিলতা দাস (২৬)। তাঁর বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে। ব্যাগের মধ্যে থাকা একটি কাগজে নীলগঞ্জের ঠিকানা লেখা ছিল।

আড়াই কোটি টাকা ডাকাতির ঘটনায় ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েকদিন আগেই জোর করে ট্যাক্সিতে উঠে যাত্রীদের কাছ থেকে ডাকাতি করে নেওয়া হয় আড়াই কোটি টাকারও বেশি। দিনদুপুরে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার তদন্তে নেমে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে ২৯ লক্ষ টাকা। বাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ডাকাতির ঘটনাটি ঘটে গত ৫ মে। সম্রাট ঘোষ নামে অভিযোগকারী পুলিশকে জানান, ওইদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ট্যাক্সিতে করে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পার্ক সার্কাস শাখায় টাকা জমা দিতে যাচ্ছিলেন তিনি ও তাঁর এক সহকর্মী। পথে ২ জন ব্যক্তি জোর করে তাঁদের ট্যাক্সিতে ওঠে। তারপরই তাঁদের কাছে কাছে থাকা ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ডাকাতি করে পালায় ওই ২ জন। এরপর ঘটনার তদন্তে নেমে বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম সঞ্জীব দাস ও পচা, মহম্মদ সারফারাজ ওরফে সোনু, রিজু হাজরা, শেখ শাহরুখ, এবং আলমগীর খান। পুলিশ জানিয়েছে, সঞ্জীব দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, সে তার বন্ধু শৈলেনের বাড়ি টাকা লুকিয়ে রেখেছে। এরপর গতকাল বারুইপুরের সুভাষগ্রামে শৈলেনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেখান থেকে ২৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয় যে, বৃহস্পতিবারই আলমগীরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তার বাড়িতেও কয়েক লক্ষ টাকা রয়েছে। তিলজলায় তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। বাকি টাকার কোথায় রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, সম্রাট ঘোষ ও তাঁর সহকর্মী একটি বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংস্থার কর্মী। ডাকাতির পর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সম্রাট।

উইক এন্ডে সঙ্গী হবে ভ্যাপসা গরম

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার থেকেই তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি শুরু হয়েছে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। যা চলবে আগামী সোমবার পর্যন্ত। অর্থাৎ উইকএন্ডে সঙ্গী হবে ভ্যাপসা গরম। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, ক্রমেই পারদ ঊর্ধ্বমুখি হবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। হাওয়া অফিস সঙ্গে এও জানিয়েছে, শুক্রবারও দক্ষিণবঙ্গে ভ্যাপসা গরম থাকবে। শনিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। রবি এবং সোমবারও একই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাপিয়ে যেতে পারে তাপমাত্রার পারদ। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। আগামী তিনদিনে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই। রেহাই পাবে না কলকাতাও। ক্রমশ বাড়বে মহানগরের তাপমাত্রা। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত আর নেই। বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উইকএন্ডে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে পারে। দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেরও তাপমাত্রা বাড়বে। সেখানেও রবিবারের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কিছু অংশে অস্বস্তিকর শুষ্ক আবহাওয়া তৈরি হবে। মালদাতে তৈরি হবে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি। তবে উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তির খবর দিয়েছে হাওয়া অফিস। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দার্জিলিং-সহ উপরের জেলাগুলিতে। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। অন্যদিকে, বর্ষার আগাম প্রবেশের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। নির্ধারিত দিনের নয় দিন আগেই আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ১৩ মে আন্দামান সাগর, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বর্ষা পৌঁছে যাবে বলে পূর্বাভাস। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সাধারণত প্রবেশ করে ২২ মে। গত বছর তা প্রবেশ করেছিল ১৯ মে। তবে এবার বেশ খানিকটা আগেই মৌসুমী বায়ু অনসেট হওয়ার পূর্বাভাস মিলেছে।

ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে পাসপোর্টের আবেদনে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে গোটা দেশে জারি হাই অ্যালার্ট। বাংলাতেও কড়া সতর্কতা জারি হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। এর মধ্যেই ফের ভুয়ো জন্মের শংসাপত্র দিয়ে পাসপোর্টের আবেদন করে গ্রেপ্তার কলকাতার এক যুবক। লালাবাজার সূত্রে খবর, আধুল ওয়াসিদ নামে একবালপুরের বাসিন্দা ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের এসসিও।

সূত্রের খবর, মাস দুই আগে ওই যুবক পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন। বিভিন্ন নথির সঙ্গে জন্ম শংসাপত্র জমা করেন। যা দেখে সন্দেহ হয় তদন্তকারীদের। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, হাওড়ার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আধুল ওয়াসিদের নামে জন্মের শংসাপত্র ইস্যু হয়েছিল। তদন্তকারীদের দাবি, হাওড়ার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় আধুল ওয়াসিদের জন্মশংসাপত্রটি ভুয়ো। এরপরই শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয় যুবককে। গ্রেপ্তারির পর কীভাবে, কার মাধ্যমে, ওই ভুয়ো জন্মশংসাপত্র পেয়েছিলেন, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। কলকাতা থেকে একেরপর এক ভুয়ো জন্মশংসাপত্র দিয়ে পাসপোর্টের আবেদনকারী ধরা পড়ায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন তদন্তকারীরা। তাঁদের অনুমান বড়সড় কোনও চক্রের যোগ রয়েছে এই সব ভুয়ো জন্মশংসাপত্র তৈরির পেছনে।

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে বৃত্তিহীন ক্ষুধার্ত জনগোষ্ঠীর হাতে সুকৌশলে বন্দুক ধরানোটা সহজ

বহু বছর পরে কাশ্মীরে পর্যটনের আবহ স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। তা নষ্ট হয়ে গেলে কর্মহীনতার যে শূন্যতা তৈরি হবে, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি লোকসংগ্রহের সুযোগ হিসাবে তার ব্যবহার করবেই। কাশ্মীর যদি ভারতের মূলস্রোতে মিশতে না পারে, এবং স্বাভাবিক জীবিকার সুযোগ তৈরি না হয়, তবে সমস্যার সমাধান কখনওই সম্ভব হবে না। অবস্থার উন্নতি হলে ভারত সরকার একটি নিরাপদ ভ্রমণ প্যাকেজের ব্যবস্থা করতে পারে। পর্যটকেরা আগে থাকতে ট্রিপ বুক করবেন, জনাপঞ্চাশেকের এক-একটি দলে তাঁদের ভাগ করা হবে। সকলে বিভিন্ন জায়গা থেকে কাশ্মীরে এলে, তাঁদের বিমানবন্দর বা অন্য কোনও স্থান থেকে নিয়ে বিশেষ বাসে চড়ে ক'দিন ঘুরিয়ে আবার বিমানবন্দর বা কাঙ্ক্ষিত নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী থাকবে; এতে অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ থাকবে না। এতে কাশ্মীরের পর্যটন কিছুটা হলেও বাঁচবে এবং প্রধান কেন্দ্রগুলো সেনার নজরেও থাকবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পর্যটন-উদ্ভূত আয় যা হতে পারত, তা হয়তো হবে না, কিন্তু বন্ধ হওয়ার চেয়ে তো ভাল। কাশ্মীরবাসীর কাছে এই বার্তা পৌঁছবে যে ভারত সরকার তাঁদের দিনান্তে রুটির ব্যবস্থা করতে তৎপর। সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে বৃত্তিহীন ক্ষুধার্ত জনগোষ্ঠীর হাতে সুকৌশলে বন্দুক ধরানোটা সহজ। এই ব্যবস্থায় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোও টের পাবে যে কাশ্মীরে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। দায়িত্বশীল ও অপ্রতিহত রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে ভারত পৃথিবীর সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে।

শব্দবাণ-২৭০

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. পরিধান করা ৩. মাছবিশেষ ৬. স্বর্ণ, সোনা ৭. এখানে ওষুধ পাওয়া যায়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. জামদগ্ন্য ২. বৃক্ষ ও প্রস্তর ৪. সূর্যের পুত্র ৫. ধস্তাধস্তি।

সমাধান: শব্দবাণ-২৬৯

পাশাপাশি: ১. তুন্দিভ ২. উত্তর ৫. ক্লেদাক্ত ৮. নরত্ব ৯. ক্ষমতা।

উপর-নীচ: ১. তুখোড় ৩. রকেট ৪. বোদাল ৬. ফলেন ৭. দায়িতা।

জন্মদিন

আজকের দিন

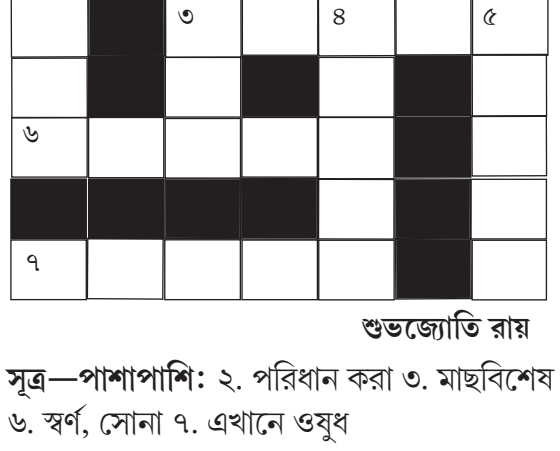

পঙ্কজ কুমার মল্লিক

১৯০৫ *বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পঙ্কজ কুমার মল্লিকের জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় দহিয়ার জন্মদিন।*
১৯৭৯ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সুখবিন্দর সিংয়ের জন্মদিন।*

সিঁদুর-এ মেঘ দেখছে মিনি পাকিস্তান, বাংলাদেশ

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমরা রাত জাগছি, ভোর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। যেন নতুন অর্কিড ফুলটা ফোটার বার্তা পাই। পাকিস্তান জল্লাদ সেনা হটছে বালুচিস্তান থেকে। যে মানুষগুলো দিনের পর দিন অমানবিক হারে অ-নাগরিকের মত থাকছিল , তারা আজ ভোরে একটা ঝরঝরে শ্বাস নেবে। আপডেট পেয়েই চলেছি- করাচি পর্যুদস্ত, শিয়ালকোট ধরাশায়ী, ইসলামাবাদ থরথর কাঁপছে , ভারতীয় সেনা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পুণ্যকর্তা এখন। অনেক সংঘর্ষেও এই যুদ্ধ ময়দানে তারা সুখী। যে পাকিস্তান পাপী। যারা দশকের পর দশক ভালোর -নীতির- ধর্মের বৃষ্টিকণা দিতে পারল না। বৈরিতা করলে এক রকম ছিল; তারা সন্ত্রাসে সন্তুষ্ট ভূখন্ড। পাকিস্তানকে দেশ বলাটাও সমীচীন নয়; যারা বারবার আমাদের রুষল মারল, স্থৈর্য কাড়ল, অস্থির করল কাশ্মীরের জীবন। তারপরেও বহুবার ভারত তার গৌতম রূপ, অশোক রূপে উদিত। ভারত বিশ্বাস করে, এখনও বিশ্বাস করে —

বৈরি দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়,
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্মে কয়।।

পাকিস্তান সব সীমা লঙ্ঘন করল, পাহেলগাঁও এ ধর্ম বেছে বেছে যখন পর্যটক হত্যার ছক নিল। জঙ্গী জন্ম আশ্রয় মদত ঘাঁটি পাকিস্তান। অপারেশন সিঁদুর - ভারতের প্রত্যাঘাত যা আত্ম মর্যাদার শুদ্ধকর্ম। পাকিস্তানের কোনো নাগরিক সমাজকে কখনও দেখা গেছে জঙ্গীদের বিরোধ করতে? জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ফুঁসতে? যতবার পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গীরা হানা দেয় ভারতে ততবার যেন জয়বোধ হত পাকিস্তানের। তারা কখনও সাধারণ নাগরিকের নিধনে দুঃখ শোক প্রকাশ করেনা। তারা চায় উল্কার মত জঙ্গী হানা দেবে — বিশ্ব মানচিত্রে জঙ্গী কার্তকলাপের জোরে পরিচিত হওয়াটাই যেন তাদের আহ্বানতন্ত্র। তারা প্রতিকারের প্রণালী কি খুঁজবে! বরং এক ক্যাম্পে রাখতে চায় বাংলাদেশ, ভারতের যেখানে যেখানে মৌলবাদী শক্তি আছে তাদের সবাইকেই। আমাদের কলকাতাতেই মিনি পাকিস্তান আছে, শাসকদলের পক্ষ থেকেই তা উচ্চারিত হয়েছিল। আরো এক পাকিস্তান আছে মুর্শিদাবাদে। যেখানে হিন্দুদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পালাতে হয়। যেমন ভাবে বালুচিস্তানে মানুষ গুলো টিকে থাকার যুদ্ধ করে, তেমনই যুদ্ধ করে মৌলবাদ উৎপীরিত মুর্শিদাবাদে, ক্যানিং এ , এখানে ওখানে , কলকাতার গুলসন কলোনি থেকে ঢাকার রাজপথে, রংপুরে, ইসলামগঞ্জে, চট্টগ্রামে, এখানে পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাটে... পাকিস্তান পন্থী বাংলাদেশটা ক্রমশ সাহস বাড়াচ্ছে। তথ্য প্রমাণ এবং অসংখ্য যুক্তির মেলবন্ধন থেকে পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাকা বাতাস পায় চিনের ভিক্ষামূলক সাহায্যে আর সমাজ ধর্ম পালন চলে উগ্র মৌলবাদের অঙ্গুলী হেলনে। মহম্মদ ইউনূস রাষ্ট্রীয় প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পদ্ধতি, শেখ হাসিনাকে বিতাড়িত করার ধরন, ইউনূসের তীব্র প্রকাশ্য সীমাহীন ভারত বিদ্বেষ বাংলাদেশের প্রকৃত জিনের পরিচয় দিচ্ছিল। কনফিডেনস যোগাচ্ছিল বাংলাদেশের কালচারাল পিতা পাকিস্তান। উপদেষ্টা ইউনূস এবার পড়ল মহা ফ্যাসাদে। যে পাকিস্তানের উস্কানিতে লম্বা চওড়া ভারত বিরোধীই না, ভারত বিদ্বেষের বিষ রাজনৈতিক মহলে কূটনৈতিক সম্পর্কে বিস্তার করছিল তাতে অনেক আগেই জল ঢালল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জল স্ট্রাইক। সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখার কড়া ঘোষনা বাংলাদেশের ঘুম ছুটিয়েছিল। পাকিস্তান নিজেও জানে ভারতের সিন্ধু জল কমিশনার পাক কমিশনারকে তথ্য সরবরাহ না করলে পাকিস্তানের পক্ষে ঘাটে জল পাওয়াই সম্ভব না। ওয়াটার স্ট্রাইক ছিল ভারতের মাস্টার স্ট্রোক। বিশ্বমঞ্চে ভারত তার কূটনৈতিক পরিপক্কতা জলের মত পরিষ্কার করল। জল চুক্তি সাসপেন্ড করার কথা বড্ড ভয়ানক বার্তা এক জঙ্গী প্রদেশের জন্য। তোমরা ভদ্রলোকের মত চললে আমরাও সাসপেনসান তুলে নেব- খানিক এমনটাই ছিল সেই জলবার্তা। যাক সে প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, তারা তার পর থেকেই ভারত বিদ্বেষী প্রতিক্রিয়াতে বাঁধ আনতে শুরু করল। জল মেপে বিদ্বেষ ছড়ানোর পরিকল্পনা সম্ভবত করছিল বাংলাদেশ। হঠাত বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ভারত করল অপারেশন সিঁদুর। কারণ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গী কার্তকলাপের বিরাম আনেনি। ভারতের বিরুদ্ধে ফুঁসছিল, বিশেষ করে জল চুক্তি সাসপেনসনের বার্তার পরেই। পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত অনেক দিন আগেই পরিষ্কার সচেতন নাগরিকের কাছে। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বা গ্রেটার বাংলাদেশ করার অর্থ বাংলাদেশকে আবার পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করা। গ্রেটার বাংলাদেশ ষড়যন্ত্র- সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বাংলাদেশের মৌলবাদী প্রভাব বৃদ্ধির প্রবল চেষ্টা চলছিল। চলছে। তারজন্য বাংলাদেশী নাগরিক নানান রূপে নানান উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশ করছিল পশ্চিমবঙ্গে। তারা রাজনৈতিক দলের মদতে পাচ্ছিল পরিচয় পত্র। ব্যবসা বাড়ি কেনা ইত্যাদি নানান কৌশলে পাকিস্তান স্পনসরড বাংলাদেশে মৌলবাদ অনুপ্রবেশ করছে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে। বাড়ছে জঙ্গী কার্যকলাপ। মৌলবাদী অপবুদ্ধি ক্রমশ সক্রিয়। বাংলাদেশের যত জঙ্গী দল তারা সবাই পাকিস্তান আই এস আই - এর দোসর। তাই যখনই ভারতে কোনো জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র সংস্কারমূলক প্রক্রিয়ার কথা ওঠে তখনই সীমান্তে বিদ্বেষ স্পনসরড করে বাংলাদেশ।

কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদীর রসদ পশ্চিমবঙ্গের লিব্যারালরা পায় বাংলাদেশের থেকেই। বাংলাদেশ এক অদ্ভুত প্রত্যয় সুখ লালন করছিল, যেখানে তারা স্বপ্ন দেখছিল তারা মৌলবাদের জোরে জব্দ করবে সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু এবার? অপারেশন সিঁদুর, পর পর যে ভাবে ইজরাইলের স্টাইলে পাকিস্তানকে জব্দ করছে তা তো ভাবেনি বাংলাদেশ! ইউনূস কার সমর্থনে লম্ফ ঝম্ফ করবে? তার শাসন তর্জন ফাঁপা গর্জন কে শুনবে! ইউনূসের দশাও কেন জানি না মনে হচ্ছে পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের মতোই হতে চলেছে। অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে ভাগ্যবল পরীক্ষাই করছিল শরিফ। ভারতীয় সেনা আক্রমন করল জঙ্গীদের। প্রাণ গেল জঙ্গীদের। তিনি গরমাগরম ভাষন দিলেন- পাকিস্তানির রক্তবিন্দুর শোধ নেবই নেব। তারপর থেকেই ট্রোলড শরিফ। নিজের দেশের মানুষের কাছে হয়ে গেলেন রাজনৈতিক জোকার। ভারতের প্রত্যাঘাতকে শরিফ যথাযথ ভাবে মাপতে পারেননি। নিজের দেশের মানুষ বলছে 'আত্মবিশ্বাসহীন দুর্বল'। তিনি আপ্রাণ তেজে ভাষণ দিলেন, চড়চড়িয়ে উঠছে ভারত বিদ্বেষের মাত্রা। কিন্তু আত্মবিশ্বাস তড়তড়িয়ে নামছে। পাকিস্তান নাগরিক বুঝতে পারছিল তারা সিঁদুরে মেঘ দেখছে। এমন ঢিমে ভাষণ, যে শরিফকে যুদ্ধ যুদ্ধ হাওয়াতে মজা উড়িয়ে দেশের মানুষ বলছিল— একটু চটপট বলুন। আপনার বলা খতম হতে হতে তো যুদ্ধটাই শেষ হবে! আমাদের দেশের লিব্যারালরা অনেক আহামরি মন্তব্য করে, নতুন কিছুই না। ভোট অঙ্কে যারা বিগ জিরো তারা নিজেদের প্রাসঙ্গিক করতে ফাঁকা আওয়াজ বিনে পয়সার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে। তারপরে জল ঘোলা হচ্ছে দেখেই টুক করে তা মুছেও ফেলে। লিব্যারাল কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি-র ওটাই মুদ্রাদোষ বা এজেন্ডা। কিন্তু পাকিস্তানীরা যখন তাদের বিপদে তাদেরই রাষ্ট্র প্রধানকে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করে তা তখন ভাবার মত অবস্থাতো বটেই। আপাতত শরিফ স্যার দেশ ছেড়েছেন বলে জেনেছি। দেশ ছাড়ুক বা সাদ্দাম হোসেনের মত ট্যাঙ্কারে ঠাঁই নিক- তিনি যে বাসভবন ছেড়েছেন তা টাটকা খবর। এত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের ইতিহাস রিপিট হবে তাকি ইউনূস সরকার ভেবেছিল! ঠিক যেভাবে শেখ হাসিনাকে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করাল ইউনূস চক্র চক্রান্ত এবং যা পেছন থেকে মদত দিয়েছিল পাকিস্তান। ঠিক একই ভাবে আজ শরিফ ঘরছাড়া।

ইউনূস যেন অভিভাবকহীন কান্ডারী হীন নৌকায় পাল হাওয়া সব গুলিয়ে ফেলে থতমত। অপারেশন সিঁদুরের সময় থেকে সবভাবেই বাংলাদেশ হিমশিম। সিলেটে ৬ তারিখ নিউজিল্যান্ডের কাছে গো হারা ক্রিকেট ম্যাচ হারল। কলম্বোতেও বাংলাদেশ যুব টিম হেরে ভূত! এরই মধ্যে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নারী ইমারজিং টিম মহা বিপদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে। মোটের ওপর অপারেশন সিঁদুর- সময়টাই যেন সব দিক থেকে বাংলাদেশকে সিঁদুর এ মেঘ দেখাচ্ছে। কোনো একটা দিকেও এখন তারা একটাও সু- সংবাদ দিতে সক্ষম না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইউনূস টিম ভাবছিল তারা বাংলাদেশ চালাবে ধরি মাছ না ছুঁই পানি স্টাইলে আর পাকিস্তান এজেন্ট হয়ে ভারত বিদ্বেষ হিন্দু অত্যাচার অব্যাহত রাখবে। পাকিস্তান প্রীতি এখন প্রকাশ্যে দেখালেও সে আর এক বিপদ। নিশ্চিত, তাতে যা আর্থিক সাহায্য অনুদান সব বন্ধ হতে পারে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনসকির সাথে প্রকাশ্যে মিডিয়ার সামনে খোলা ক্যামেরার সামনে ট্রাম্প সাহেব যা ভ্যাকসিন দিয়েছিল, তা মনে করলেই ইউনূস দুঃখ সংকটে আটকে যাবে। মুজিবের নাম নিলে বাংলাদেশে চাকরি থাকছে না। এদিকে জানুয়ারির শেষেইতো ইউনাইটেড স্টেটস এজেনসি ফর ইন্টারন্যাশনাল জেভলপমেন্ট সিদ্ধান্ত নিল আর আর্থিক সাহায্য না বাংলাদেশকে। আমেরিকাও ঠিক আজকের ভারতের জল চুক্তির মত - সাসপেনড শব্দটি ব্যবহার করে। বাংলাদেশের সাথে কাজ উন্নয়নে যত অর্থ দানের চুক্তি ছিল- তা সাসপেনড করল আমেরিকা। তাতে ভারতের একটাই চিন্তা, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন শোষন অত্যাচার আরো বাড়বে না তো! লক্ষ্য করার মত ওই সাসপেনড নোটিশের পরেই চিন্ময় প্রভুর জামিন বার বার বাতিল করছিল বাংলাদেশ। বার্তা এটাই ছিল — হিন্দু মারো। হিন্দুদের হঠাও। একরাতে খেলা তার প্রণালী বদলের ডাক দিচ্ছে। যখন নিবন্ধ লিখছি- ৯ ও ১০ ই মে মধ্যরাতে বালুচিস্তান লিবারেশন আরমি ভিডিও পোস্ট করছে তারা নিজ ভূমিতে পাকিস্তান জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বর্বর সেনার বিরুদ্ধে জয়ী। পাকিস্তান সেনা আর জঙ্গী সমার্থক অবশ্য। এই বার্তাই ইউনূসদের জন্য সিঁদুরে মেঘ। এই মধ্যরাতে বালুচিস্তান রাষ্ট্রসঙ্ঘে লিখছে তারা স্বাধীনতার ঘোষক। ইউনূস আজ পরাধীন। জঙ্গীদের হাতে সে পরাধীন কারণ সে মৌলবাদের তোষক। ভারত বিদ্বেষের পোস্টারবয়। ইউনূসের অবশ্যই বোধগম্য আর বাড়বাড়ন্ত করার পথ নেই। সুস্থ বাংলাদেশ সুস্থ সীমান্ত প্রতিবেশী আচরন সুস্থ গনতন্ত্র যদি রক্ষা না করে তবে তার সিঁদুর-এ মেঘ ভয়ানক ভাবে কপালে নাচছে।

ঝুঁকি নিয়ে অশান্ত এলাকায় বেড়াতে না যাওয়ার নিদান নেটনাগরিকদের

অশোক সেনগুপ্ত

কংগ্রেস-বিজেপি, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, মমতা-মোদী; আলোচনার বিষয় যাই হোক ফেসবুকে স্পষ্টতই দুটি মেরু তৈরি হয়ে যায়। চলে তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু ভারত-পাক যুদ্ধে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নেটনাগরিকদের প্রায় এককাট্টা নিদান, ঝুঁকি নিয়ে অশান্ত এলাকায় বেড়াতে যাবেন নাদ। বিপজ্জনক স্থান না হলেও উত্তর ভারতের কোথাও গেলে ঝুঁকির আশঙ্কা থাকতে পারে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন।

পহেলগাঁওয়ে কিছুকাল আগেই জঙ্গিদের গুলিতে অসহায়ভাবে মারা গিয়েছেন ২৬ জন। এঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু পর্যটক। তার পর আলোড়ণের জেরে মুখ থুবড়ে পড়েছে কাশ্মীরের পর্যটন। আরও অনেক পর্যটক দ্বিধায় পড়েছেন তাঁদের প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত সফর নিয়ে।

এই অবস্থায় শুক্রবার 'ভ্রমণবার্তা' ফেসবুক গ্রুপে শর্মিষ্ঠা দাস প্রশ্ন করেছেন, 'সিমলা মানালি কি যাওয়া উচিৎ এই পরিস্থিতিতে, টিকিট কাটা দুমাস আগে।' পোস্ট করার তিন ঘন্টা পর শুক্রবার বেলা দেড়টা নাগাদ ৬১৮টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। যায় নির্যাস, ঝুঁকি নিয়ে অশান্ত এলাকায় বেড়াতে যাবেন না।'

বর্ণালী সাহা প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, 'একদম ই যাবেন না..'। অনির্বান বৈদ্য লিখেছেন, 'তারপর বলবেন সিকিউরিটি ছিল না।' সুস্মিতা মজুমদার লিখেছেন, 'তার পর বলবেন ক্ষতিপূরণ দাও!' স্মরজিৎ রায় লিখেছেন, 'তারপর বলবে এসব মোদী করিয়েছে!'

দুলাল বিশ্বাস লিখেছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতের দিকে না যাওয়াই ভালো।' কৌশিক দাস একটি জবাবে লিখেছেন, 'সবাইকে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এখন অহেতুক আসবেন না। ঘুরতে যাবার সময় অনেক পাবেন। পুজো অবধি এদিকের প্ল্যান ক্যানসেল করুন। পাকিস্তানে সব পাগল থাকে। তাই পাগলদের থেকে সাবধান।'

অপর জবাবে লিখেছেন, ্আমি চন্ডিগড়ে থাকি। চন্ডিগড়, মোহালি, পঞ্চকুল্লা তে সাইরেন বাজছে এখন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে একদম আসবেন না এখন। কুমায়নের দিকে যান ঘুরতে।' অপর প্রতিক্রিয়ায় তিনি লিখেছেন, '২০ মে-র পর পরিকল্পনা করুন।'

আবার দয়াময় দে, রাজর্ষি রায়, প্রসেনজিৎ চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন এককথায় উত্তর দিয়েছেন, 'না।' সঞ্জীব চৌধুরী লিখেছেন, 'একদমই না। বেড়াতে গিয়ে বিপদ বাড়াবেন না।' অরিত্র দাসের উত্তর, 'ম্যাডাম..! সিমলাটি বলতে পারছি না; কিন্তু 'মানা'-লিতে 'মানা', মানে নিষেধ, করা হচ্ছে;সেটুকু পরিষ্কার!' অরিত্র জবাবে অবশ্য যুক্তির থেকে কৌতুকের আধিক্য বেশি। মাধব কয়াল লিখেছেন, 'শমলা মানালি হাইওয়ে বন্ধ আছে'।

প্রিয়ঙ্কা সান্যাল 'ভ্রমণবার্তা' ফেসবুক গ্রুপে বড় হরফে পোস্ট করেছেন, 'লক্ষ্ণৌ, নৈনিতালের দিকে থাকেন বা আছেন এখন, এমন কেউ যদি থাকেন অনুগ্রহ করে একটু পরিস্থিতি জানাবেন ওখানকার? কাল ট্রেনে যাওয়াটা কি নিরাপদ হবে? অনেকগুলো টাকার ব্যাপার খুব চিন্তার ব্যাপার। #URGENT"। এই পোস্টের ৩৭ মিনিটের মধ্যে ১৫টি উত্তর এসেছে। কেউ বলেছেন যেতে। কেউ বলেছেন একটু অপেক্ষা করতে। তবে, রুমা ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'না যাওয়াই উচিৎ কারণ উত্তর ভারতে যাতায়াতে পরামর্শ জারি করা হচ্ছে, ট্রেনে পৌঁছে গেলেও ওখানে অসুবিধায় পড়তে পারেন। বিশেষ করে গাড়ি নিয়ে। আপনি নিশ্চই পরিবার নিয়ে যাচ্ছেন! বয়স্ক ও বাচ্চা যদি থাকে বিপদে পড়বেন। পরিস্থিতি ঠিক হোক তারপর নাহয় যাবেন।'

ওই গ্রুপে শর্মিষ্ঠা দাস পৃথক পোস্টে জানতে চেয়েছেন, 'সিমলা মানালি কি যাওয়া উচিৎ এই পরিস্থিতিতে, টিকিট কাটা দুমাস আগে।'

রাজীব পাত্র লিখেছেন, 'উত্তর ভারত কিন্তু পাকিস্তানের কাছে, মিসায়েল অ্যাটাক কিন্তু বাড়ছে!'

'ভ্রমণবার্তা' ফেসবুক গ্রুপেই বিশ্বজিৎ দাস প্রশ্ন করেছেন পৃথক পোস্টে, 'এই মাসের ১৫ তারিখ দার্জিলিং যাবো। ট্রেন টিকিট বুকিং করা। তার সাথে প্যাকেজ এর টাকাও অগ্রিম দেওয়া আছে। এখন কি যাওয়া যেতে পারে? যদি কেউ একটু সঠিক পরামর্শ দেন!'

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় জবাবে লিখেছেন, 'দেখুন, সরকারিভাবে দার্জিলিং যাওয়ার ওপরে কোনো নিষেধজ্ঞা নেই, তবুও আমাদের দেশে নিজ নিরাপত্তা নিজেদের ওপরও বেশ কিছুটা বর্তায়, তাই ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নেবেন। অসুবিধার জায়গাটা হোলো হঠাৎ করে পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন হোলে বাড়তি খরচের ধাক্কায় বিপর্যস্ত হোতে পারেন'।

শুভ কয়াল লিখেছেন, 'দেখুন যাওয়া বা না যাওয়া এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভালো ভাবে ঘুরে ফিরে আসুন এটা আমরা সকলেই চাই। কিন্তু যাবার পর যদি কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তখন নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন না। তাই সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে। আমার সিকিম ট্যুর ছিল ৭/৫ ;১২/৫ । আমি যাত্রা বাতিল করেছি। জীবন থাকলে পরে যাওয়া যাবে। ভাবুন... সিদ্ধান্ত আপনার...।'

অবৈধভাবে অনুপ্রবেশে নদিয়ায় গ্রেপ্তার ১৬ জন বাংলাদেশি-সহ এক ভারতীয় দালাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: অনুপ্রবেশের সংখ্যা দিনের পর দিন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আবারো সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার অপরাধে পুলিশের জালে গ্রেপ্তার ১৬ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সহ এক ভারতীয় দালাল। ঘটনাটি নদিয়ার ধানতলা থানা এলাকায়। সীমান্ত পার হতেই প্রত্যেকেই পুলিশের জালে।

সূত্রের খবর, নদিয়ার ধানতলা থানার দত্তপুলিয়া জিপির বারানবেরিয়া নিরালা পাড়া এলাকায় ওই বাংলাদেশিরা গা ঢাকা দিয়েছিল। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে

তদন্তে উঠে আসে, ওই বাংলাদেশি নাগরিকরা কয়েক মাস আগে ভারতীয় দালালের মাধ্যমে এ দেশে প্রবেশ করে। এরপর ভারতের পশ্চিম দিকে চলে যায় কর্মসূত্রে। পুলিশের তরফে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার রাতে ওই বাংলাদেশিরা যখন দেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তখন নদিয়ার ধানতলা থানার পুলিশের একটি বিশেষ টিম অভিযান চালিয়ে প্রত্যেক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে পাঠানো হয় রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে। অন্যদিকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতা দালাল চক্রের বিরুদ্ধে রয়েছে অভিযান অব্যাহত। পুলিশ সক্রিয়তার সাথে এই অভিযান চালিয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কোনও বড় চক্র বা দালাল জড়িত আছে কিনা তারও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গরমের মুখে ফের ধস অণ্ডালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: খনি অঞ্চল এমনিতেই শুষ্ক অঞ্চল রূপে পরিচিত। আর গরম পড়তেই খনি অঞ্চলে বাড়ে তীব্র জল সংকট। মাঝেমধ্যে বৃষ্টির কারণে সেভাবে গরম এখনো পড়েনি তবে দুই একদিন গরমের তীব্রতা ৪৪ঊ ছাড়িয়েছে এলাকায়। আর গরমের শুরুতেই ফের ধসের কবলে সিদুলের দিঘির বাগান এলাকায় একটি কুঁয়ো। দিঘির বাগান এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেশ কয়েক মাস আগে এই কুঁয়ো টিতে ধসের ঘটনা ঘটে। সেই মুহূর্তে পঞ্চায়েত প্রশাসনের লোকজন এসে পরিদর্শনও করে যায়। আশ্বাস দেওয়া হয় কুঁয়োটি মেরামতের। ওপর থেকে সামান্য মেরামত হলেও সঠিক ভাবে মেরামত হয়নি আর তার কারণে ফের আবার ধসের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই কুয়োটির ওপর নির্ভর করে এলাকার বহু মানুষ। হঠাৎ করে কুয়োর মধ্যে ধসের ঘটনা ঘটায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

এলাকার বাসিন্দা তথা খান্দরা পঞ্চায়েতের সদস্যা চান্দা বিবি জানান, তিনি নিজে এই কুয়োটির মেরামতের জন্য পঞ্চায়েতে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। তিনি যান এলাকার মানুষের সুবিধার্থে কুঁয়োটি সঠিক ভাবে মেরামত হোক। তিনি বলেন, একজন স্থানীয় বাসিন্দা ও পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে তিনি এলাকার মানুষের পাশে সব সময় আছেন। চান্দা দেবী বলেন, এলাকার মানুষের উচিত এবার সমবেত হয়ে পঞ্চায়েত অফিসে লিখিতভাবে দরখাস্ত করা। নইলে যে কোনও সময় ধসে গিয়ে বড়সড় বিপত্তি ঘটতে পারে এলাকায়।

যাত্রা শিল্পকে ধরে রাখতে দু'দিনে যাত্রানুষ্ঠান বাগনানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: রামকৃষ্ণ দেব বলেছিলেন 'থেটারে লোক শিক্ষে হয়'। হাওড়া বাগনান গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষের যাতায়াত। বাগনান শহরে যাত্রা শিল্পকে তুলে ধরতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন বেশ কিছু যাত্রাপ্রেমী মানুষ। কারণ গ্রামীণ বিনোদনের এই মাধ্যমটি ক্রমশ বিলুপ্ত হতে চলেছে। যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আক্ষেপও রয়েছে। আর প্রায় ২০ বছর পর এখন যুদ্ধ আবহের মধ্যেই বাগনান শহরে যাত্রানুষ্ঠানের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। জানা গিয়েছে, বাগনান শহরে দীর্ঘদিন পরে এই যাত্রানুষ্ঠান হচ্ছে। বাগনানের সংস্কৃতি মনস্ক মানুষদের নিয়ে তৈরি 'বাগনান উপলব্ধি' নামের সংগঠনের ব্যানারে দু'দিনের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ সেন। উপস্থিত থাকবেন উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদ। উল্লেখ্য 'মা-মাটি-মানুষ' যাত্রাপালায় দীর্ঘদিন পর অভিনয় করবেন এক সময়ের দাপুটে অভিনেত্রী লোপামুদ্রা বসু মল্লিক। ইতিমধ্যেই এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। যাত্রাকে শহুরে মানসিকতার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নেপথ্য ভূমিকা নিয়েছেন বাগনান ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি পঞ্চানন দাস। প্রায় উঠে যাওয়া শখের যাত্রাকে শহুরে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি এই যাত্রাপালায় সপরিবারে অভিনয় করবেন বলে জানা গিয়েছে। বাগনানের বিশিষ্ট মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে নিমন্ত্রণপত্র। শেষ হয়ে গিয়েছে ফাইনাল রিহার্সাল মণ্ডপ তৈরি। ফলে বাগনান শহর এখন যাত্রা আবেগে মেতে উঠেছে।

বিয়ের ২০ বছর পর উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে নজির গড়লেন চাষি পরিবারের গৃহবধূ মঞ্জুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিয়ের ২০ বছর পর উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করল মা। আর এই পাশ করার পেছনে সব চাইতে বড় অবদান বড় ছেলে এবং স্কুল শিক্ষক। নদিয়ার পলাশীপাড়া নেতাজি বিদ্যামন্দির থেকে, এবার উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছি পলাশী পাড়ার রানিনগরের বাসিন্দা বিষয় গৃহবধূ মঞ্জুরি মণ্ডল বিশ্বাস। প্রায় কুড়ি বছর আগে রানিনগরের রাকেশ বিশ্বাসের সঙ্গে বিয়ে হয় মঞ্জুরীর। মঞ্জুরীর বাপের বাড়ি, মুর্শিদাবাদের রামনগরে। মাধ্যমিক দেওয়ার পর তিনি সাংসারিক কাজে নিজেকে আবদ্ধ করেন। মনে পড়াশোনার ইচ্ছা থাকলেও সংসারের চাপে তা আর হয়ে উঠত না। মঞ্জুরি দেবীর স্বামী পেশায় একজন চাষি। মঞ্জুরী দেবীর বড় ছেলে রমেশ বিশ্বাস, বিএ তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, আর ছোট ছেলে রোহিত উত্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। ছাত্র জীবন থেকে মঞ্জুরীর ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা করে চাকরি করবে কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বড় ছেলে রমেশই মায়ের পথপ্রদর্শক শিক্ষা ক্ষেত্রে। পড়া শোনার ক্ষেত্রে মাকে ক্রমশ উৎসাহ জুগিয়েছে বড় ছেলে রমেশ। সংসার করতে গিয়ে স্কুলে যাওয়া হত না ঠিকই কিন্তু স্কুল শিক্ষকরা বিভিন্ন সময় মঞ্জুরী দেবীকে সহযোগিতা করতেন। এবারের উচ্চমাধ্যমিকে মঞ্জুরী দেবীর প্রাপ্ত নম্বর ২১১। উচ্চমাধ্যমিক করার পর এখনো চাকরির আশা করেন মঞ্জুরীদেবী। মঞ্জুরী দেবীর এই সাফল্যে খুশি গোপীনাথপুর নেতাজি বিদ্যামন্দিরের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেই। মনের ইচ্ছা থাকলে যে সমস্ত কিছুই সম্ভব তা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল নদিয়ার কাশি পরিবারের গৃহবধূ মঞ্জুরী মণ্ডল বিশ্বাস।

অভিযানে বর্ধমানের বেশ কয়েকটি দোকান থেকে ভেজাল চা বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অভিযান চালিয়ে বর্ধমান শহরের বেশ কয়েকটি দোকান থেকে ভেজাল চা বাজেয়াপ্ত করল বর্ধমান থানার পুলিশ।

বহুদিন ধরে বর্ধমান শহরের তেঁতুলতলা বাজার, নীলপুর বাজারে সহ বেশ কয়েকটি মুদিখানা দোকান ও বাজারে নামি কোম্পানির মত ব্রান্ডের নামের ভেজাল চা বিক্রি হচ্ছিল বলে অভিযোগ। শুধু বিভিন্ন ব্রান্ডেড কোম্পানির নামের নকল চা বাজারে বিক্রি হচ্ছে বলে খবর পায় পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার পুলিশ প্রশাসনের একটি দল ও ইউনিট সার্কেল অফিসার আচমকা অভিযান চালিয়ে সেই সমস্ত দোকানগুলি থেকে বিপুল পরিমানের ভেজাল চা বাজেয়াপ্ত করে। তাতে দেখা যায় ব্র্যান্ডেড চা কোম্পানির ডুপলিকেট লেবেল বসানো রয়েছে।

ইউনিট সার্কেল অফিসার অঞ্জন কুমার দাশগুপ্ত (অ্যান্টি পাইরেসি উইং ইস্ট) কাছ থেকে জানা যায় যে যেগুলি বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে সেগুলো দেখতে চায়ের গ্রূপের মতন কিন্তু এর কোন গন্ধ নেই। অন্যান্য জায়গা থেকে কাঁচামাল নিয়ে এসে ব্র্যান্ডেড কোম্পানির মতই প্যাকেজিং করে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। এই রকম অভিযান গোটা রাজ্য তথা গোটা ভারতেই চালানো হচ্ছে।

অন্যদিকে বেশ কিছু ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, তাদের পক্ষে কোনও ভাবেই সম্ভব নয় কোনটা ভেজাল আর কোনটা ঠিকঠাক দ্রব্য বাছাই করা। তারা বাজার থেকে ১০০/২৫০ গ্রামের চায়ের প্যাকেট নিয়ে এসে দোকানে বিক্রি করেন, তাঁরা কী ভাবে বুঝবেন এই চা ভেজাল। কারণ চায়ের প্যাকেটের গায়ে দামি কোম্পানির লোগো দেওয়া স্টিকার রয়েছে। তেঁতুলতলা বাজারের একটি দোকান থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ভেজাল চা এছাড়াও বড় নীলপুর বাজারে তিনটি দোকানে অভিযান চালানো হয় এদিন।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা 'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে ১৫.০৪.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত উদ্ধার নোটিশ বিজ্ঞাপন অধীনে ঋণগ্রহীতার নাম : **মেসার্স অ্যাডামস মার্কেটিং প্রা লি.** ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা(গণ) এর নাম পড়তে হবে **১) শ্রীমতি সুমিত্রা রায়, (জামিনদাতাএবং বন্ধকদাতা)**, পি ৮৮/১, বেনারস রোড, নেতাজিগড়, বেলগাছিয়া, হাওড়া-৭১১১০৮, **২) শ্রী গৌতম ঘোষ, (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)**, ২০/৩, শীতলামাতা লেন, বরানগর, কলকাতা -৭০০০৯০, **৩) শ্রীমতি মুনমুন পাঁজা, (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)**, ১৪/২, পি রোড, নেতাজিগড়, হাওড়া-৭১১১০৮। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

কানাইপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি: নং-20HG তারিখ: ০৮.০৮.১৯৯১
হরিপদ ঘোষ রোড, পোস্ট ও গ্রাম- কানাইপুর, কোন্নগর, হুগলী-৭১২২৩৪, পঃবঃ

ডেলিগেট নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই সমিতির সকল সদস্যকে জানানো হচ্ছে যে সমিতির ডেলিগেট নির্বাচন আগামী **৮ জুন ২০২৫, রবিবার, কানাইপুর হাইস্কুলে বেলা ১১ টা থেকে ৩ টে** পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনের জন্য **২৩ ও ২৪ মে, ২০২৫ (বেলা ১১ টা থেকে ৩টে)**, মনোনয়নপত্র দাখিল এবং **২৬ মে, ২০২৫** সেগুলি পরীক্ষা হবে। **২৭ মে, ২০২৫** বেলা ৩ টে পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার করা যাবে। বেলা ৩ টের পর বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে। এই নির্বাচন সংক্রান্ত বিশদ বিজ্ঞপ্তিসহ নির্বাচনক্ষেত্রের বিবরণ, প্রতিনিধি সংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ সমিতির কার্যালয়ে সদস্যদের অবগতির জন্য প্রদর্শিত রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সমিতির সকল সদস্যকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

কানাইপুর, ১০/০৫/২০২৫ স্বা/- **সন্দীপ সেন (এ.আর.ও.)**

মুরারীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম- বাগডাঙ্গা, পোঃ-মধুরকুল, থানা-ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ
রেজিঃ নং -৯৩ তারিখ- ১৯/০৭/১৯৬১

স্মারক সংখ্যা 03 /A.R.O/ 2024-2025 তাং-০৬/০৫/২০২৫

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **মুরারীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের** সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামি **০৪/০৬/২০২৫ বুধবার, সকাল ১০টায়** সমিতির পরিচালক নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সভায় কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাদের উক্ত সাধারণ সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর/- সৌম্যাভ মুখার্জী
সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক
মুরারীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পরিচালক মন্ডলীর সদস্যের আসন সংখ্যা - ৯ (নয়), সাধারণ অসংরক্ষিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ৬ (ছয়) জন, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ২ (দুই) জন এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ১ (এক) জন ।

নির্বাচনী নির্ঘণ্ট

ক্রম	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
১	মনোনয়ন পত্র বিলি	১৪.০৫.২০২৫-১৫.০৫.২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
২	মনোনয়ন পত্র পেশ	১৪.০৫.২০২৫-১৫.০৫.২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৩	মনোনয়ন পত্র পরিক্ষা ও অব্যাবহিত পরে বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১৯.০৫.২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৪	প্রার্থীর লিখিত আবেদনক্রমে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার ও শেষ তারিখ চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২০.০৫.২০২৫	দুপুর ১২ টা পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৫	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন	২১.০৫.২০২৫	বৈকাল ৩ টের পর	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৬	ভোট গ্রহন (প্রয়োজন বোধে)	০৪.০৬.২০২৫	সকাল ১০ টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত	বাগডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৭	ভোট গ্রহন শেষে ভোট গণণা ও ফল প্রকাশ	০৪.০৬.২০২৫		বাগডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O

দ্রষ্টব্যঃ পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী যোগ্য সদস্যরাই পরিচালক পর্ষদ নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার যোগ্য। ভোট দানে সকল সদস্য/সদস্যাদের ভোটের দিন ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত একটি সচিত্র পরিচয় পত্র আনতে হবে

স্বা/- সৌম্যাভ মুখার্জী
সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক
মুরারীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

তারিখঃ ০৬/০৫/২০২৫

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
স্বত্ব দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল)**, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৫ জুন ২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) **(১) মেসার্স এন ডি মার্বেল (২) শ্রী নরেন্দ্র নাথ দাস (৩) আদিত্য দাস (৪) তনুশ্রী দাস (৫) মেসার্স নিউ এন ডি মার্বেল** ঠিকানা ২৬৬জি, মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, পর্ণশ্রী পল্লী বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬০ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিলেন আরও বিস্তারিতভাবে নিম্নে উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ২,৬২,৯৪,৬৮২ টাকা (দুই কোটি বাষট্টি লাখ চুরানব্বই হাজার ছশো বিরাশি টাকা) ০৫.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৩ মে ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে। ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড-এর নিকট বকেয়া **আইএনআর ২,৬২,৯৪,৬৮২ টাকা (দুই কোটি বাষট্টি লাখ চুরানব্বই হাজার ছশো বিরাশি টাকা) ০৫.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.এর নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) এবং উপধারা (১৩) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির বিস্তারিত--

১. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ০৩ ছটাক ১২ বর্গফুট এবং তদস্থিত টালির শেড পরিমাণ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট, আরএস দাগ নং ৯৫০ এবং ৯৫১, আরএস খতিয়ান নং ৩৯৮, জেএল নং ২ , মৌজা : বেহালা, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৮ এইচ, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১২৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

২. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১১২ বর্গফুট এবং খ) জমি পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ২ ছটাক ২৩ বর্গফুট এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট , এলআর দাগ নং ৮৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৪, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, মৌজা : এবং থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪২৮ এবং ১৯৩এ/২, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড (কর নথি অনুযায়ী) কলকাতা পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৩১ অধীন।

৩. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক ১১ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ , দাগ নং ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৮৬৯ (অংশ) এবং ৯৯৭, খতিয়ান নং ৩৯৮ এবং ৩৯৭, জেএল নং ২, বৌজা বেহালা, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৬জি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, (কর নথি অনুযায়ী) কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩১ অধীন।

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা অ্যাক্সিস ফিনান্স লি

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ -১, কলকাতা
'নাগাল্যান্ড হাউস', ৯ম তল, ১১ এবং ১৩, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩ ২২৮০ ৩০৯৮, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮১ ০৬২২, ইমেল আইডি : sbi.04151@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ আশুতোষ ঠাকুর, ইমেল আইডি ঃ clo1.04151@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯০০৪৯৩৬৫০৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ১৩.০৬.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **১৩.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ওয়েবসাইট : https://baanknet.com মাধ্যমে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **১৯১,৩১,৭৮,৯৯০.৯৫ টাকা** (একশ একানব্বই কোটি একত্রিশ লাখ আটাত্তর হাজার নশো নব্বই টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা) **৩০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স শ্রী বিহারিজি কোল্ড রোলারস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) এবং ১) শ্রীমতী সঙ্গীতা আগরওয়াল ব্যক্তিগত জামিনদাতা** এবং প্রয়াত দুর্গা প্রসাদ আগরওয়ালের আইনি উত্তরাধিকারী **২) শ্রী হর্ষ আগরওয়াল ব্যক্তিগত জামিনদাতা** এবং প্রয়াত দুর্গা প্রসাদ আগরওয়ালের আইনি উত্তরাধিকারী **৩) শ্রী অংকুর আগরওয়াল ব্যক্তিগত জামিনদাতা** এবং প্রয়াত দুর্গা প্রসাদ আগরওয়ালের আইনি উত্তরাধিকারী কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য, বায়না জমা (ইএমডি) এবং জ্ঞাত দায়বদ্ধতা (যদি কিছু থাকে) বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে -

ক্রম নং	সম্পদ(সমূহ)/সম্পদের বিস্তারিত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১	অফিস স্পেস নং ৪০২, ৫মতল, বাৎসল্য চেম্বার, প্রেমিসেস নং ৪এ, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি, (পূর্বতন ৪এ, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট), থানা : হেয়ার স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ৭৯,কেএমসি অধীন, কলকাতা : ৭০০০০১। **সম্পত্তির আইডি : SBIN200002043347** **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০৫.০৬.২০২৫ দুপুর ২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**	ক) ৫৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট :	ই-নিলাম ওয়েবসাইট ইউআরএল :	সম্পত্তির অবস্থান
https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others	https://baanknet.com	সম্পত্তির আইডি : SBIN200002043347

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others এবং https://baanknet.com দেখুন

তারিখ : ১০.০৫.২০২৫, স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই, হোম লোন সেন্টার কল্যাণী শাখা (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া - ৭৪১২৩৫ ইমেল : sbi.64220@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শ্রীমতী মন্দিরা ভট্টাচার্য, মোবাইল - ৬২৯৬৯৩০২৬৪ ই-মেল আইডি -sbi.64220@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ১১.০৬.২০২৫ সময় ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রী সঞ্জীব বিশ্বাস** পিতা সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং **শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস** পিতা প্রয়াত নীলকণ্ঠ বিশ্বাস সাকিন : শ্যামনগর নবপল্লি, পো : পূর্ব বিদ্যাধরপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩১২৬ এবং **ব্যক্তিগত জামিনদাতা শ্রী দীপেন সরকার** পিতা প্রয়াত আশানন্দ সরকার, শিরপাড়া , দক্ষিণ পল্লি মোড়, পো : অবন্তিপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি **২ কাঠা ৮ ছটাক** জেএল নং ১৫, মৌজা : চকমূলাজোড়, তৌজি নং ৬৫৫, আরএস খতিয়ান নং ২৯, আরএস দাগ নং ২২৪, ওয়ার্ড নং ২৯, ভাটপাড়া পুরসভা অধীন, এডিএসআরও -নৈহাটি, থানা : জগদ্দল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬১, পৃষ্ঠা ১৫৭ থেকে ১৬৬, বিক্রয় দলিল নং ৩০৩৫ -১৯৯৭ সালের। **সম্পত্তি (জমির প্লট) চৌহদ্দি : উত্তরে :** যোগেশ চন্দ্র বিশ্বাসের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** অবনী বিশ্বাস এবং বাদল বিশ্বাসের সম্পত্তি; **পূর্বে :** ৬ ফুট সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে:** মোতিলাল বিশ্বাসের সম্পত্তি। **সম্পত্তি শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাসের নামে।**	**১০,৪৮,০৬৬.০০ টাকা (দশ লাখ আটচল্লিশ হাজার ছেষট্টি টাকা) ২৯.০১.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	২০,২১,৪০০ টাকা / ২,০২,১৪০ টাকা / ১০,০০০ টাকা / পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৯.০৬.২০২৫

দখলের ধরন : স্বত্ব

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন

আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১০.০৫.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান- কল্যাণী, এইচএলসি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসএমই ফিনান্স শাখা
৭ রেড ক্রস প্লেস, ডালহৌসি, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে **১১.০৬.২০২৫ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	শ্রী অচিন্দ্র সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী পিতা প্রয়াত অতীন্দ্র সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী, ঠিকানা - ৪৩১/১, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, পো - শিবপুর ব্যাতাইতা, থানা - শিবপুর, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৩ ২. আরও ঠিকানা ৬ষ্ঠ তল, হোল্ডিং নং ৪৪/৪, চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অধীন, ওয়ার্ড নং ৪৪, থানা - চ্যাটার্জিহাট পূর্বতন শিবপুর, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪ ৩. আরও ঠিকানা ১ম তল, ৪৪/৫, চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অধীন, ওয়ার্ড নং ৪৪, থানা - চ্যাটার্জিহাট পূর্বতন শিবপুর, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪ ৪. আরও ঠিকানা ১ম তল, হোল্ডিং নং ৫৬/২/১, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ২৩, থানা - ব্যাঁটরা, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০১ ৫. আরও ঠিকানা ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪ডি, উত্তর দিকে প্রেমিসেস নং ৫১, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২২, বরো নং XIII, থানা - হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা কেএমসি অধীন, পিন - ৭০০০০৮ ৬. আরও ঠিকানা ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪ই, প্রেমিসেস নং ৫১, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২২, বরো নং XIII, থানা - হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা কেএমসি অধীন, পিন - ৭০০০০৮ ৭. আরও ঠিকানা ৪র্থ তল, হোল্ডিং নং ৪৪/৪ চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অধীন, ওয়ার্ড নং ৪৪, থানা - চ্যাটার্জিহাট, শিবপুর, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪ **লোন অ্যাকাউন্ট নং** ৭৫৫৫৭৫১৩৭৫, ৭৫৯৫০১৩৩০৭ এবং ৭৫৯৫০১৪৯১৩ **শাখা :** এসএমই ফিনান্স	**বন্ধকদত্ত সম্পদ-সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ** **সম্পত্তি নং ০১-** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৫০২, পরিমাণ ১০৩৫ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মার্বেল মেঝে সমন্বিত অবস্থিত ষষ্ঠতলে, ২ বেড রুম, ২ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ লিভিং রুম তথা ডাইনিং রুং, দুই ব্যালকনি, সংশ্লিষ্ট ভবনে নির্মিত পরিমাণ পাঁচ (০৫) কাঠা দশ (১০) ছটাক ৩৪ বর্গফুট কমবেশি (জি-৫) তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা : শিবপুর সিট নং ০০৮ জেএল নং ২৮, এলআর দাগ নং ১২৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৩, ১২৪, ১৮১, ২৪২ এবং ২২৪, প্রেমিসেস/হোল্ডিং নং ৪৪/৪, চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ০৪৪ অধীন, পো অফিস : সাঁতরাগাছি, থানা : চ্যাটার্জি(বর্তমানে) পূর্বতন শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৪। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুকুর; **পূর্বে :** চলার পথ খালি জায়গা; **দক্ষিণে :** এইচ এম সি হোল্ডিং নং ৪৪/৫, চৌধুরী পাড়া লেন-হাওড়া : ৭১১১০৪; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি ভ্যালুয়েশন প্রতিবেদন অনুযায়ী : উত্তরে :** ছাদ; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** সিঁড়ি, ছাদ।	ক) প্রতীকী খ) জ্ঞাত নয় গ) ৩৩,৭২,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩৩,৭২,০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB07555751375 ছ) ১,৭৪,৭১,৭৫৬.০০ টাকা ০৮.০৫.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৯.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ সকল সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে
		বন্ধকদত্ত সম্পদ-সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ **সম্পত্তি নং ২.-** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ০৫ কাঠা ১০ ছটাক ৩৪ বর্গফুট কমবেশি এবং (জি-২) তলা ভবনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ৮১৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, মার্বেল মেঝে অবস্থিত একতলায় উক্ত ভবনে, ২ রুম, ১ হল অবস্থিত মৌজা : শিবপুর সিট নং ০০৮, জেএল নং ২৮, এলআর দাগ নং ১২৬, এলআর খতিয়ান নং ১৮১,প্লট নং ১২৬ এবং ১৮৮,প্রেমিসেস / হোল্ডিং নং ৪৪/৫, চৌধুরী পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ০৪৪, হাওড়া পুরসভা অধীন, থানা : চ্যাটার্জি (বর্তমানে) পূর্বতন শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৪, **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** এইচএমসি হোল্ডিং নং ৪৪/৪ চৌধুরী পাড়া লেন-হাওড়া; **পূর্বে :** চলার পথ; **দক্ষিণে :** চলার পথ; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১২ ফুট চওড়া চলার পথ; **দক্ষিণে :** মানস মুখার্জির গুদাম এবং ১২ ফুট চওড়া চলার পথ; **পূর্বে :** প্রবেশ পথ এবং সিঁড়ি; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	ক) প্রতীকী খ) জ্ঞাত নয় গ) ৪৮,০৭,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪,৮০,৭০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB07555751375A ছ) ১,৭৪,৭১,৭৫৬.০০ টাকা ০৮.০৫.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৯.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ সকল সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে
		বন্ধকদত্ত সম্পদ-সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ **সম্পত্তি নং ৩ -** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ০৫ কাঠা ১০ ছটাক ৩৪ বর্গফুট কমবেশি (জি-৫) তলা ভবনে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্পেস বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০৪, পরিমাণ ৭৭৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মার্বেল মেঝে সমন্বিত অবস্থিত ৪র্থতলে উক্ত ভবনে, ২ বেড রুম, ১ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম এবং ১ ব্যালকনি, অবস্থিত মৌজা -শিবপুর সিট নং ০০৮, আরএস খতিয়ান নং -১৮১, এলআর প্লট নং ১২৬ এবং ১৮৮, এলআর খতিয়ান নং ১১৩, ১২৪, ১৮১, ২৪২ এবং ২২৪ প্রেমিসেস/হোল্ডিং নং ৪৪/৪ চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ০৪৪, থানা : চ্যাটার্জি (বর্তমানে) পূর্বতন শিবপুর পোস্ট অফিস : সাঁতরাগাছি,জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৪। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুকুর; **পূর্বে :** চলার পথ; **দক্ষিণে :** হাওড়া পৌর নিগমের হোল্ডিং নং ৪৪/৫ চৌধুরী পাড়া লেন-হাওড়া ৭১১১০৪; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট নং ৩০৩; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** লিফট, সিঁড়ি, সাধারণ চলার পথ।	ক) প্রতীকী খ) জ্ঞাত নয় গ) ২৫,৩৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৫৩,৫০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB07555751375B ছ) ১,৭৪,৭১,৭৫৬.০০ টাকা ০৮.০৫.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৯.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ সকল সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে
		বন্ধকদত্ত সম্পদ-সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ **সম্পত্তি নং ৪-** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ১ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৫ বর্গফুট কমবেশি বহুতল ভবন সহ স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক স্পেস পরিমাণ ৪৮২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ মার্বেল মেঝে সমন্বিত অবস্থিত একতলায় উক্ত ভবনে, ১ রুম, ১ টয়লেট, অবস্থিত হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ৫৬/২/১, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, ওয়ার্ড নং ২৩ দাগ নং ১২৬ এবং ১৮৮, হাওড়া পৌর নিগম অধীন, থানা : ব্যাঁটরা, পোস্ট অফিস : কদমতলা, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০১। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** এইচএমসি হোল্ডিং নং ৫৬/৬ দেশপ্রাণ শাসমল রোড; **পূর্বে :** এইচএমসি হোল্ডিং নং ৫৬/২/২, দেশপ্রাণ শাসমল রোড; **দক্ষিণে :** এইচ এম সি হোল্ডিং নং ৫৬/৬ দেশপ্রাণ শাসমল রোড; **পশ্চিমে :** ৪০ ফুট চওড়া নরসিংহ দত্ত রোড।	ক) প্রতীকী খ) জ্ঞাত নয় গ) ৫৩,৩৬,০০০.০০ টাকা ঘ) ৫,৩৩,৬০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB07555751375C ছ) ১,৭৪,৭১,৭৫৬.০০ টাকা ০৮.০৫.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৯.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ সকল সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে
		বন্ধকদত্ত সম্পদ-সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ **সম্পত্তি নং ৫-** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৪ই, মার্বেল মেঝে সমন্বিত পরিমাণ ৫৩৩ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পঞ্চমতলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এবং একটি ঢকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় জি-৪ তলা ভবনে এমসিজি পিয়ার্ল রাধা রানি , প্রথম তপশিল অনুযায়ী অবস্থিত সিএস দাগ নং ৩৭৭, ৩৭৮ এবং ৩৮২ খতিয়ান নং ৬৫৫ এবং ২৬ , তৌজি নং ৭৪-৭৭, ৮২, অবস্থিত এলআর দাগ নং ৫৩৪, ৫৩৫ এবং ৫৩৯, এলআর খতিয়ান নং ২৪৩৩, ২৪৩৪, ২৪৩৫, ২৪৩৬, ২৪৩৭, ২৪৩৮, ২৪৩৯, ২৪৪০, ২৪৪১, ২৪৪২, ২৪৪৩, ২৪৪৪, ২৪৪৫, এবং ২৪৪৬, মৌজা -মুরাদপুর, জেএল নং ১৩, পরগনা -মাগুরা, থানা : পূর্বতন ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, ডাক প্রেমিসেস নং ২৯, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫১, কালীপদ মুখার্জি রোড ওয়ার্ড নং ১২২, হরিদেবপুর, কলকাতা ৭০০০০৮, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** রাস বিহারী ঘোষের ভবন; **দক্ষিণে :** অন্যান্যর জমি; **পূর্বে :** শ্রী ডেভিড এবং শ্রী ঘোষের ভবন; **পশ্চিমে :** কালীপদ মুখার্জি রোড। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত খোলা জায়গা এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট; **দক্ষিণে :** অংশত খোলা জায়গা এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট; **পূর্বে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট; **পশ্চিমে :** অংশত খোলা জায়গা এবং সিঁড়ি, লিফট।	ক) প্রতীকী খ) জ্ঞাত নয় গ) ২৪,৯৭,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৪,৯৭,০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB07595014913 ছ) ১,৭৪,৭১,৭৫৬.০০ টাকা ০৮.০৫.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৯.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ সকল সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে
		বন্ধকদত্ত সম্পদ-সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ **সম্পত্তি নং ৬-** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৪ডি, পরিমাণ ৭৯০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পঞ্চমতলে উত্তর দিকে জি-৪ তলা ভবনে এমসিজি পিয়ার্ল রাধা রানি, তপশির অবস্থিত সিএস দাগ নং ৩৭৭, ৩৭৮ এবং ৩৮২, খতিয়ান নং ৬৫৫ এবং ২৬, তৌজি নং ৭৪-৭৭, ৮২ অবস্থিত এলআর দাগ নং ৫৩৪, ৫৩৫ এবং ৫৩৯, এলআর খতিয়ান নং ২৪৩৩, ২৪৩৪, ২৪৩৫, ২৪৩৬, ২৪৩৭, ২৪৩৮, ২৪৩৯, ২৪৪০, ২৪৪১, ২৪৪২, ২৪৪৩, ২৪৪৪, ২৪৪৫, এবং ২৪৪৬, মৌজা -মুরাদপুর, জেএল নং ১৩, পরগনা -মাগুরা, থানা : পূর্বতন ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, ডাক প্রেমিসেস নং ২৯, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫১, কালীপদ মুখার্জি রোড ওয়ার্ড নং ১২২, হরিদেবপুর, কলকাতা ৭০০০০৮, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** রাস বিহারী ঘোষের ভবন; **দক্ষিণে :** অন্যান্যর জমি; **পূর্বে :** শ্রী ডেভিড এবং শ্রী ঘোষের ভবন; **পশ্চিমে :** কালীপদ মুখার্জি রোড। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** প্রবেশপথ, সিঁড়ি এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট; **পূর্বে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট; **পশ্চিমে :** অংশত খোলা জায়গা এবং সিঁড়ি, লিফট।	ক) প্রতীকী খ) জ্ঞাত নয় গ) ২৯,০১,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৯,০১,০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB07595013307 ছ) ১,৭৪,৭১,৭৫৬.০০ টাকা ০৮.০৫.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৯.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ সকল সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১১.০৬.২০২৫, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০৬.২০২৫ এবং ১০.০৬.২০২৫
অনুমোদিত অফিসারের সহিত যোগাযোগের বিস্তারিত - ৯৮৩৬৭৪৫৮৪৫

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psalliance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ০৮.০৫.২০২৫ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পহেলগাঁও আবহে একুশ বছর সেনায় কাজের অভিজ্ঞতা শোনালেন উমাপদ

কার্গিলের যুদ্ধ অন্যতম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির পান্ডুয়ার উমাপদ গুঁই। ২১ বছর সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কার্গিলের যুদ্ধ তিনি সামনে থেকে দেখেছেন। পহেলগাঁওয়ে পাক জঙ্গি হামলার যোগ্য জবাব দিচ্ছে ভারত। মধ্যরাতে পঁচিশ মিনিটের এয়ার স্ট্রাইকে ধ্বংস

হয়েছে পাক জঙ্গিঘাঁটি, খতম একাধিক জঙ্গি।

১৯৯৯ সালে কার্গিলে যে যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে শরিক ছিলেন হুগলির বৈঁচী স্টেশন রোডের বাসিন্দা উমাপদ গুঁই, বর্তমানে বয়স ৬২ বছর। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়ি চালাতেন। দেশের সেবায় একাধিক পদক, মেডেল পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি প্রবীন নাগরিক। এখনও যদি প্রয়োজন হয় দেশের জন্য লড়াইয়ের ময়দানে যেতে প্রস্তুত।

উমাপদ গুঁই বলেন, 'আমাকে যদি আবার ডাকে আমি পা বাড়িয়ে রয়েছি যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের মতো প্রাক্তনদের প্রয়োজন নেই ভারতের। এখন সেনা বল অনেক বেশি। প্রত্যেক ভারতবাসীর উচিত দেশের সঙ্গে থাকা। ভারত পাকিস্তান উভয়েই পরমাণু শক্তিধর দেশ। পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ করা এখন যুদ্ধের নিয়ম নয়।' যদি সম্মুখ সমর হয় পাকিস্তান চারদিনও টিকবে না, নাম নিশান মুছে যাবে, মনে করছেন এই প্রাক্তন সেনাকর্মী।

আরামবাগে একসঙ্গে তিন নাবালিকা উদ্ধার হলেও উদ্বিগ্ন বুদ্ধিজীবী মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার পর পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার হলেও উদ্বিগ্ন আরামবাগের বিশিষ্টজনেরা। আরামবাগ থানার চাঁদুর এলাকা থেকে এক সঙ্গে তিন জন নাবালিকা রাতের অন্ধকারে নিখোঁজ হয়ে যায়। যদিও বৃহস্পতিবার রাতেই আরামবাগ থানার পুলিশ খবর পাওয়ার পর তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত শুরু করে। ভোর রাতে প্রায় তিন নাবালিকাকেই উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং আইন প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং আইন মেনে তাদের মায়ের হাতে তুলে দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে আরামবাগ পুরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডের চাঁদুর এলাকা থেকে তিনজন নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। তাদের প্রত্যেকের বয়স ১১ থেকে ১৩ বছরের মধ্যে। নিখোঁজ নাবালিকা বাড়ির লোক আরামবাগ থানায় একটি অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং-এর নির্দেশ

মতো একটি টিম গঠন করা হয় এবং এদিন সারারাত বিভিন্ন থানা এলাকায় খোঁজাখুঁজি করার পর ভোররাতে উদ্ধার হয়। এই বিষয়ে ওই নাবালিকাদের মায়েরা জানান, তাদের কন্যাদের বকাবকি করা হয়েছিল। সেই জন্যই তিন জন বন্ধু এক সঙ্গে বাড়ি থেকে চলে যায়। রাত সাড়ে আট টা থেকে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর আরামবাগ থানায় জানানো হয়। পুলিশ মেয়েদের উদ্ধার করে। এই জন্য আরামবাগ থানার পুলিশকে ধন্যবাদ। অন্যদিকে নাবালিকারা বলে, বকাবকি করেছিল বলে চলে গিয়েছিলাম। তবে নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকার বুদ্ধিজীবী মহল চিন্তিত। এই বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষক চিন্ময় গাঙ্গুলি বলেন, এই ধরনের ঘটনা সমাজের পক্ষে শুভ লক্ষ্মণ নয়। পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার হওয়ায় নাবালিকাদের জীবন রক্ষা পেল। কিন্তু মা বাবা ও সমাজের মানুষকে সচেতন হতে হবে। কন্যা সন্তানকে ভালো করে লালন পালন করতে হবে। তা না হলে এই অসুখ সারবে না। তবে বর্তমানে পুলিশের ভূমিকা খুবই সদর্থক।

যানজট ও দুর্ঘটনা রোধে নম্বরবন্দি প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: জামালপুর ব্লকে দীর্ঘদিন ধরে টোটোর যথেচ্ছ চলাচল ও যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ার কারণে সমস্যায় পড়ছিলেন সাধারণ মানুষ। জামালপুর ব্লকে প্রায় দেড় হাজারেরও বেশি টোটো চলাচল করে জনবহুল রাস্তার ধারে। কোথাও আবার হরে কৃষ্ণ কোঙার সেতু ওঠার মুখেই যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকে টোটো। প্রায়ই ঘটে যাচ্ছিল ছোটখাটো দুর্ঘটনা, সঙ্গে তৈরি হচ্ছিল তীব্র যানজট। স্থানীয় বাসিন্দারা এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই সমস্যা সমাধানে অবশেষে উদ্যোগ নেওয়া হল প্রশাসনিক ও শ্রমিক সংগঠনের তরফে। জামালপুর ব্লক আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি তাবারক আলি মণ্ডলের নেতৃত্বে শুক্রবার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এদিন জামালপুরে ১০টি টোটোকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ইউনিয়নের আওতায় আনা হয় এবং প্রত্যেকটি টোটোকে নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া হয়। এই নম্বরবন্দি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টোটো চলাচলকে নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা ফেরানো যাবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। ভবিষ্যতে জামালপুর ব্লকে চলা সমস্ত টোটো এবং বাসগুলিকেও এই ইউনিয়নের আওতায় এনে একইরকম নম্বর প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, জামালপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক ও ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি শেখ আলাউদ্দিন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উদ্যোক্তাদের আশা, এই পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকটাই কমাবে এবং যানজট ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি-র নির্দেশক্রমে ব্লক আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি তাবারক আলি মন্ডলের নেতৃত্বে জামালপুর ব্লকের সমস্ত টোটো ও বাসকে ইউনিয়নের আওতায় আনার সূচনা হল। এইদিন দশটি টোটো কে ইউনিয়নের নাম্বার দেওয়া হয়। আগামীতে এই কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে হতে থাকবে। যানজট সহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা এড়াতে এই কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অন্যদিকে তাবারক আলি মণ্ডল বলেন মানুষের সমস্যা মেটাতে ও দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যদি কোনও টোটো ইউনিয়নের অন্তরভুক্ত থেকে টোটো স্ট্যান্ড বাদ দিয়ে রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে দাঁড়ায়, নিয়ম না মানে, আগামী দিনে প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সীমান্ত সুরক্ষায় কড়া বিএসএফ ও রাজ্য পুলিশ, খোলা হল কন্ট্রোল রুম

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হতেই বসিরহাটের ঘোজাডাঙা ও বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর ও পুলিশের উপর ভরসা রাখছে সীমান্তবাসীরা। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি শুরু হতেই পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। এরই মধ্যেই বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকাগুলিতে নজরদারি চলছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সিসি ক্যামেরায়। পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের সুন্দরবনের জল সীমান্তসহ বিভিন্ন এলাকায় কড়া প্রহরায় প্রশাসন। পাশাপাশি ভারত-পাক যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের একের পর এক সাফল্যে গর্বিত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের মানুষ।

যদিও এই সীমান্ত পাকিস্তান-সংলগ্ন নয়, তবু পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তকে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ও নাশকতা ঠেকাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী। জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কড়া নজর রাখা হয়েছে। সূত্র অনুযায়ী, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেট্রোল ও ঘোজাডাঙা দিয়ে কোনও রকম জঙ্গি অনুপ্রবেশ না ঘটে, সেজন্য তৎপর জওয়ানরা। রাতে অতিরিক্ত টহল, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের উপর নজরদারি চলছে। যুদ্ধের হুঙ্কারে সারা দেশ উত্তেজিত থাকলেও দেশের প্রতিটি সীমানায় যখন গ্রামের মানুষ বলেন যে, সেনারা আছেন, আমরা নিরাপদে ঘুমাতে পারি। এই বিশ্বাসই ভারতের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা মনোবলকে আরও দৃঢ় করবে বলে মনে করছেন অনেকে।

এরমধ্যেই বসিরহাটে বিশেষ কন্ট্রোল রুম গঠন করল বসিরহাট জেলা পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী এলাকা বসিরহাট মহকুমা বিশেষ সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবেই চিহ্নিত। সেই পরিস্থিতিতে বসিরহাট জেলা পুলিশ একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলে। যার মূল লক্ষ্য হল সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও নিরাপত্তাবোধ জোরদার করা। কন্ট্রোল রুমটি ২৪ ঘণ্টা সচল থাকবে এবং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে বলেই দাবি পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদী রহমানের। তিনি আরও বলেন, এই কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে যুদ্ধকালীন বা অশান্ত পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা, নির্দেশনা এবং দ্রুত সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। সীমান্ত অঞ্চলে যেকোনো গুজব বা নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে পারবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে। কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যে কোনো জরুরি প্রয়োজনেই যোগাযোগ করা যাবে।

ল্যান্ডলাইন (কন্ট্রোল রুম)
০৩২১৭-২৬৪৬৬৬ / ০৩২১৭-২৬৪৭৮৯

মোবাইল নম্বর (কন্ট্রোল রুম)
৮৩৯২০৩১৮০৫

ওসি, কন্ট্রোল রুম, বসিরহাট পিডি
৯১৪৭৮৮৮১৮৫

ইনস্পেক্টর, কন্ট্রোল রুম, বসিরহাট পিডি. ৯৮৭৪৭৬৩৬৬৩

বসিরহাট জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নাগরিকদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে যে তারা যেন গুজবে কান না দেন এবং যেকোনো সন্দেহজনক ঘটনা বা তথ্য অবিলম্বে কন্ট্রোল রুমে জানান। একইসঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে বেলিয়াবেড়া থানার উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি পড়ুয়াদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শুক্রবার ২৫ শে বৈশাখ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস! ১৬৫তম জন্মজয়ন্তীতে ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত বেলিয়াবেড়া থানার উদ্যোগে যথোচিত মর্যাদায় পালন করা হয় বিশ্বকবির সম্মাননা। পাশাপাশি বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সফলভাবে উন্নীত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ প্রশাসন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লা হাসান, ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) সমীর অধিকারী, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধী, সার্কেল ইনস্পেক্টর দেবাশিস ঘোষ, ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নীলোৎপল চক্রবর্তী সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্তা ব্যক্তিরা। উক্ত থানার মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ১৮ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ১৫ জন, সেই সঙ্গে বেলিয়াবেড়া থানার অধীনে থাকা দিশা কোচিং সেন্টারের ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং দিশা কোচিং সেন্টারের ১৯ জন সিভিক শিক্ষককে ও সংবর্ধিত করা হয় বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লা হাসান জানান,

জেলা পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা এর নেতৃত্বে আমাদের জেলায় বেশ কয়েকটি কোচিং সেন্টার চলে। পুলিশের কমিউনিটি সিস্টেমের মধ্যে এডুকেশন একটি পার্ট। তাই সেখানকার কৃতি ছাত্র-ছাত্রী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের আজকে আমরা সংবর্ধিত করলাম। পুলিশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকাও কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। স্বাভাবিকভাবে আগামী দিনে এই সমস্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবে এটা আমরা চাই। এছাড়াও বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধী উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি প্রত্যেকের আগামী দিনের পথ চলার সাফল্য কামনা করেন।

'ফ্রি বুক ব্যাংক' পরিষেবা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ উদ্যোগ কেন্দুয়াডিহি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। বাঁকুড়া সদর পূর্ব চক্রের এই সরকার পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে শুরু হল 'ফ্রি বুক ব্যাংক' পরিষেবা। শুক্রবার রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এখানকার 'ফ্রি বুক ব্যাঙ্ক' থেকে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনীয় পাঠ্য বই সংগ্রহ করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত একটাই পড়া শেষে সেই বই আবারও স্কুলের 'ফ্রি বুক ব্যাংকে' জমা করতে হবে। ২০২৬-র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বৃষ্টি রায়ের কথায়, সমস্ত পাঠ্য বই যোগাড় হলেও পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কোনও সহায়িকা কেনা সম্ভব হয়নি। তবে এখানে এসে সহায়িকা পেয়ে বেশ ভালো হলো, একই সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া আরও সহজ হবে বলে সে জানায়।

স্থানীয় কাউন্সিলর পিঙ্কি চক্রবর্তী এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আগামী দিনে যে কোনও প্রয়োজনে তিনি পাশে থাকবেন বলেও জানান। প্রধান শিক্ষক চন্দন দত্ত বলেন, মূলত অর্থিকভ াবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে 'উত্তরণ' নামে এই 'ফ্রি বুক ব্যাংক' পরিষেবা চালু করা হল। এই অবস্থায় প্রত্যেকের কাছে নতুন বা পুরনো পাঠ্যপুস্তক দিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানান তিনি।

উত্তরপাড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুক্রবার পঁচিশে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে কবিগুরু প্রণাম। উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির পরিচালনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল উত্তরপাড়ার গণভবনে। এই অনুষ্ঠানটির আয়োজক ও তত্ত্বাবধায়ক ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীমতি ডলি ঘোষ যাদব। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ও বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে কয়েকশো নৃত্যশিল্পীরা হাতে মোমবাতি নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উদ্বোধনের পরে শিশু শিল্পীরা রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি সহ রবীন্দ্র গীতিনাট্য ও নানা রকম নৃত্য অনুষ্ঠান শিল্পীরা পরিবেশন করে এইসঙ্গে পরিবেশন হয় রবীন্দ্র সংগীত।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, উত্তরপাড়া পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির পরিচালনায় ও কাউন্সিলর তথা সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদবের তত্ত্বাবধানে এই সুন্দর রবীন্দ্র সংগীত সন্ধ্যা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খুব ভালো লাগছে। এই সমস্ত অনুষ্ঠান আমি খুব উৎসাহ দিচ্ছি উত্তরপাড়া পুরসভা প্রেরণা দেয় সব সময় শিল্পীদের ও ভালো কাজ করে যারা তাদের। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সুব্রত মুখার্জি, উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি, হুগলি জেলা পরিষদের মেন্টর ডক্টর সুবীর মুখার্জি সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা ও বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটোতে মাল্যদান করা হয় ও শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয় এই সঙ্গে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রকে। এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পল্লব বিষ্ণু অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধায় বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব।

গ্রামের শান্তির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: গত ছয় মাস ধরে নবগ্রাম পঞ্চায়েতের পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি গ্রাম খবরের শিরোনামে। গ্রামে অশান্তি শুরু হয় ডিসেম্বর মাসের দু' তারিখ, গ্রামের দু'টি দশ বছরের যমজ বোন নিখোঁজ। ঠিক তারপর দিনই গ্রামের এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। এরপর চলতি বছরের মার্চ মাসে গ্রামের এক মহিলার বাড়ি থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরেও ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে। এরপর ২০ এপ্রিল হুমার ডিহিজ বি পার্কের পিছনের ফাঁকা জায়গা থেকে শিশুর হাড়গোড় উদ্ধার ঘিরে রহস্যে দানা বাঁধে। ফের আবার ১ লা মে মাসে কুমারডিহি এ কোলিয়ারির ইসিএল আবাসন থেকে এক ইসিএল কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গ্রামে বারবার এই ধরনের ঘটনায় গ্রামে একটা শান্তিযজ্ঞ হোক চাইছিল গ্রামবাসীরা।

সেই মতো গ্রামের শান্তি পেরিয়ে আনতে, ভগবানের দ্বারস্থ হয়ে গ্রামবাসীরা করল একটা শান্তি যজ্ঞ। কুমারডিহি গ্রামের শায়ের নামক পুষ্করণীর পারে রয়েছে বাবা বুড়ো শিবের মন্দির। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরের সামনেই হল গ্রামের জন্য শান্তি যজ্ঞ। পাণ্ডবেশ্বরের ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখার্জি নিজে এই যজ্ঞে বসে যোগ্য সারলেন, এই যোগ্য সারাতে ছেলে নিন গ্রামের বিশিষ্ট পন্ডিতরা।

এই যজ্ঞে গ্রামের বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন পাশাপাশি ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর থানার ওসি। যজ্ঞ শেষে উপস্থিত সকল মানুষকে প্রসাদ বিতরণ করা হলো। এখন গ্রামের মানুষের ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা কুমারডিহি গ্রামে শান্তি ফিরে আসুক। নতুন করে আর কোনও সমস্যা নেমে না আসুক তাদের দিকে গ্রামের বুকে এমনটাই গ্রামবাসীদের প্রার্থনা।

ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর বিশেষ বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজ্ঞানকে খেলার ছলে পড়ুয়াদের কাছে আরও বেশি জনপ্রিয় ও তাদের ওই বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা, বিষয়টির প্রতি তাদের আগ্রহ ও চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ বাঁকুড়া ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের। পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় ওই লক্ষ্য পূরণে স্কুলে পৌঁছে গিয়েছে ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর বিশেষ বাস। বিভিন্ন ধরণের মডেলের মাধ্যমে প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে হাতে কলমে সহজ সরল ভাবে বিজ্ঞান থেকে অঙ্কের সঙ্গে পড়ুয়াদের মনের আলাপ ঘটিয়ে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বলে জানা গিয়েছে। ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল সুমন কুমার ব্যানার্জি বলেন, কাগজে কলমে পড়ার চেয়ে হাতে কলমে শেখার গুরুত্ব ও কার্যকরিতা অনেক বেশি, তাই এই উদ্যোগ। এখানে 'হৃদস্পদন' থেকে মানব শরীরের বিভিন্ন জরুরি অংশ থেকে অঙ্ক সব কিছুই শেখা ও জানার সুযোগ রয়েছে বলে তিনি জানান। পুরুলিয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষে প্রসেনজিৎ আকুলি বলেন, দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা থেকে এই কাজ শুরু হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরাও এবিষয়ে অনেক বেশি আগ্রহী বলে তিনি জানান। খুশি পড়ুয়ারাও। এই ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মাধ্যমে অনেক কিছু শেখার আছে বলে তারা জানায়।

ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা কোলিয়ারি এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চঞ্চল্য। সূত্র মারফৎ জানা যায়, ব্যক্তি ঝাড়খণ্ডের নলার বাসিন্দা এখানে ইসিএলের কোয়ার্টারে ভাড়া থাকতেন স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে। শুক্রবার বেলা ১১ টা নাগাদ নিজের বাড়িতে ইন ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় রঞ্জিত ব্যানার্জি (৪৬) নামে ব্যক্তির মৃতদেহ।

মৃতর স্ত্রী মনিকা ব্যানার্জি জানান, তাঁর মায়ের শারীরিক অসুস্থতার খবর নিতে তিনি বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন তিন দিন আগে। ঘরে কোন ঝগড়া ঝামেলা ছিল না, তাঁর স্বামী তাঁকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে গাড়িও করে দিয়েছিলেন এমনকি প্রত্যেকদিন তাঁদের ফোনে কথা হত। মনিকা দেবী জানান, শুক্রবার সকাল ন'টা পর্যন্ত তাঁর স্বামীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটবে কল্পনাও করতে পারেননি তিনি।

মৃতর স্ত্রী মনিকা ব্যানার্জি আরও জানান যে, তাঁর স্বামী ঘুরে ঘুরে চা বিক্রি করে বেড়াতেন ইদানিং সেটাও ভালো চলছিল না অনেক লোককে বলেও একটা কাজের জোগাড় করতে পারেননি তিনি সে কারণেই বিগত কয়েকদিন ধরে তিনি মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন। বাড়িতে রয়েছে তাঁদের একমাত্র সন্তান। হঠাৎ এই ধরনের ঘটনা ঘটায় শোকের ছায়া পুরো পরিবারে। লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এই মৃত্যুর পিছনে কী কারণ রয়েছে ময়নাতদন্তের পরেই পরিষ্কার হবে ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে।

নারী সুরক্ষায় বিশেষ সংবর্ধনা জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার বন্ধ, এবং শিশু সুরক্ষা নিয়ে ভালো কাজ করছেন এমন বেশ কয়েকজনের হাতে বিশেষ সংবর্ধনা তুলে দিলেন জেলাশাসক। পাশাপাশি নিজের বিয়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা করার মত সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য এক 'কন্যাশ্রী'কে পুরস্কৃত করেন জেলাশাসক। অন্যদিকে, জেলাশাসককেও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ব্লক প্রশাসনের তরফে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিশেষ সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। মূল বিষয় ছিল বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যা বর্তমানে সামাজিক সচেতনতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে সভার সূচনা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা। এছাড়াও এদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পবিত্র বর্মন, কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার সহ আরো অনেকে। পাশাপাশি এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ইমাম কাজী, পুরোহিত, ফাদার সহ বিভিন্ন ধর্মীয় গুরু, স্বনির্ভর দলের মহিলা, ভিলেজ রিসোর্স পার্সন সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যার ফলস্বরূপ টিনেজার প্রেগনেন্সির সংখ্যাটি গত এক বছরের দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩ হাজার। সেখানেই বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার বন্ধ, এবং শিশু সুরক্ষার বিষয় নিয়ে কাজ করে চলেছেন বেশ কয়েকজন। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকার জন্য মিজানুর রহমান, দেবু সরকার ও জাহাঙ্গীর আলম সর্দারকে সম্মানিত করা হয়। এ বিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শুধু প্রশাসনের নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন।' অন্যদিকে, বাল্যবিবাহ নয়, হোক নতুন পথের সূচনা' এই বার্তাকে সামনে রেখে ট্যাবলোর শুভ সূচনা করা হয় এদিন। কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। মেয়েদের বিয়ে নয়, আগে শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা জরুরি।'

জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পীর অপূর্ব হাতের ছোঁয়ায় হস্তচালিত তাঁতের শাড়িতে ফুটে উঠল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ২৫ শে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী। কবিগুরুর আদর্শকে পাথেয় করে এখনো বজায় রয়েছে বাংলার সংস্কৃতি। এবার কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে শিল্পীর অপূর্ব হাতের ছোঁয়ায় হস্তচালিত তাঁতের শাড়িতে ফুটে উঠল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখবায়ব। নদিয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার পদ্মশ্রী তাঁত শিল্পী বীরেন কুমার বসাক তার শিল্পত্বর মধ্য দিয়ে নাম ছড়িয়েছেন গোটা বিশ্বজুড়ে। কখনো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কখনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এছাড়াও বিভিন্ন

নামী দামি মানুষের কাছে পৌঁছে যায় শিল্পীর শিল্পকলা। জামদানি শাড়িতে সুদক্ষ নিপুণ হাতের কাজে মন জয় করেছেন প্রত্যেকের। এরপর তিনি ডাক পান জাতীয় পুরস্কারের জন্য। ২০১২ সালের জাতীয় পুরস্কার ২০১৫ সালে শিল্পী বীরেন কুমার বসাকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবাংলার কুটির শিল্প অর্থাৎ তাঁত শিল্পকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী বীরেন কুমার বসাককে জানিয়েছিলেন আহ্বান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেও শিল্পী তুলে দিয়েছিলেন তার হাতের ছোঁয়ায় নিপুণ কাজের তাঁতের শাড়ি। তারপর থেকেই বাংলা সহ গোটা ভারতবর্ষে হস্তচালিত তাঁতের অনেকটাই কদর বেড়ে যায়। এবার পঁচিশে বৈশাখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আবারো শিল্পীর নিজস্ব চিন্তাভাবনায় জামদানি তাঁতের শাড়িতে ফুটিয়ে তুললেন রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব মুখবায়ব। শিল্পীর কথায়, প্রায় ৮ মাসের প্রচেষ্টায় এই শিল্পকলা তুলে ধরতে পেরেছেন তিনি। আগামী দিনে বাংলার তাঁত শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তার প্রয়াস আছে এবং থাকবে।

নিজেদের দেশ ছেড়ে অন্য ভেন্যু খুঁজছে পিএসএল

যুদ্ধের আবেহ একসপ্তাহের জন্য আইপিএল স্থগিত, বাকি টুর্নামেন্ট করার প্রস্তাব দিল ইসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত এবং পাকিস্তানের যুদ্ধ আবহের মধ্যেই আইপিএল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বোর্ড। তবে শুক্রবার দুপুরে বোর্ড এক বিবৃতিতে জানায়, এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হবে আইপিএল। তারপর বাকি অংশ শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে যে ম্যাচগুলো ছিল সেই শূন্যস্থান কীভাবে পূরণ হবে তা এখনও জানানো হয়নি। ফাইনালের তারিখ পিছিয়ে যাবে নাকি এক এক দিনে দুটি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়ে বৈঠক করা হবে আইপিএল কর্তৃপক্ষের তরফে। বিসিসিআইয়ের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘ক্রিকেট আমাদের কাছে আবেগ হলেও দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না। বিসিসিআই সবসময় দেশের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে’। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, একসপ্তাহে কী এর সমাধান হবে? না হলে কী হবে। সেক্ষেত্রে বিদেশে করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। ভারতের মুশকিল আসান করে এক ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইটের সূত্র জানিয়েছে, ইসিবি রাজি আইপিএলের বাকি অংশ করতে। জানা যাচ্ছে, নতুন সূচি ঠিক করতে এক সপ্তাহের মধ্যে বৈঠক হবে। এরমধ্যেই ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন মনে করেন, আইপিএলের বাকি অংশ ইংল্যান্ডে হতে পারে। কারণ সেখানে সমস্ত পরিকাঠামো রয়েছে। সেক্ষেত্রে আসন্ন টেস্ট সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডে থেকে যেতে পারবে ভারতীয় ক্রিকেটাররা। মাইকেল ভন বলেন, ‘আমার মনে হচ্ছে আইপিএল ইংল্যান্ডে শেষ করা যেতে পারে। আমাদের ভেন্যু তৈরি। তারপর টেস্ট সিরিজ খেলতে ভারতীয় প্লেয়াররা থেকে যেতে পারবে। এমন আমি মনে করি।’ যদিও বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকার অপেক্ষায় আইপিএল কর্তৃপক্ষ। আইপিএল যেমন অনিশ্চিত, তেমনই ঘোর অন্ধকারে পাকিস্তান ক্রিকেট লিগ পিএসএলও। ‘অপারেশন সিঁদুর’। হামলা পালটা হামলায় ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা চরমে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সুপার লিগ বিরাট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল! পিসিবি জানিয়েছিল পাকিস্তান থেকে এই লিগ সরছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। টুর্নামেন্টের বাকি আট ম্যাচ হবে মরুদেশেই। পাকিস্তানের গর্বের রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ড্রোন হামলা হয়েছে। রাত আটটা থেকে এই স্টেডিয়ামেই পাকিস্তান সুপার লিগের ম্যাচে পেশোয়ার জালমি ও করাচি কিংসের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। ড্রোন হামলায় রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের একাংশ ভেঙেও পড়েছিল। ফলে ম্যাচ বাতিল হয়ে তা করাচি স্টেডিয়ামে চলে গিয়েছিল। এরপরই পিসিবি জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকে বসেছিল। পিসিবি জানিয়েছিল যে, মরুদেশে বাকি ম্যাচগুলির সংশোধিত তারিখ এবং ভেন্যু যথাসময়ে নিশ্চিত করা হবে।

২০২৭ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আয়োজক হতে আগ্রহী ভারত।

মিডল ফিঙ্গার আফ্রিদিকে দিতে চান ধাওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি: মিডল ফিঙ্গার আফ্রিদিকে দিতে প্রস্তুত শিখর ধাওয়ান। পাকিস্তানকে নিয়মিত তুলোধনা করে আসা ভারতের প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ান এবার প্রকাশ্যে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় মহাভারতের একটি ছবি শেয়ার করে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। ভারতের ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ান বলেছেন, ‘আমি মারা যাওয়ার পর আমার হাতের মিডল ফিঙ্গারটা বাদ দিয়ে পুরো দেহ বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে দিয়ে দিও।মিডল ফিঙ্গারটা পাঠিয়ে দিও পাকিস্তানে শহীদ আফ্রিদিকে’।

পরিস্থিতি দেখে সিএবি প্রো লিগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে বোধদয়! আইপিএল বন্ধের পর সিএবি নিজেদের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল। সীমান্তে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আইপিএলের পর এবার স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত সিএবির আয়োজিত বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ সিজন ২। এদিন সিএবির পক্ষ থেকে জানান হল পরে ঘোষণা করা হবে এই টুর্নামেন্টের নতুন তারিখ এবং ম্যাচের স্থান। আইপিএল শেষ হলেই শুরু হয়ে যাওয়ার কথা ছিল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সংস্করণ। গত বছর একই সঙ্গে চলে ছেলেদের এবং মেয়েদের ম্যাচ। এবার প্রথমে হওয়ার কথা ছিল মেয়েদের টুর্নামেন্ট। সেটা শেষ হলে শুরু হওয়ার কথা ছিল ছেলেদের ম্যাচ। মেয়েদের ম্যাচের জন্য সিউড়িতে মাঠও দেখে আসেন সিএবি কর্তারা।

THE CRICKET ASSOCIATION OF BENGAL
Press Release

প্রেস বিবৃতি দিয়ে টুর্নামেন্ট বন্ধ রাখার কথা জানিয়ে দিল সিএবি।

কবিগুরুর জন্মবার্ষিকীতে কবিতা লিখে শ্রদ্ধার্ঘ্য শ্রীমন্ত কুমার মল্লিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের ২৫ বৈশাখ তাঁর ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির সৃজনে, মননে, রুচিতে, সংস্কৃতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। যে পেশাতেই বাঙালিরা থাকুক না কেন, এই দিনটা স্মরণ করতে ভুল করেন না কেউ।

সারা বছরই খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় ক্রীড়া প্রশাসক শ্রীমন্ত কুমার মল্লিককে। থাকবেন নাই বা কেন? সিএবি তাঁর কাজে খুশি হয়েই পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান করেছেন। শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক সেই দিকে যেমন নজর রাখেন, তেমনই যে কোনও ক্রিকেট খেলাতেই হাজির হন সবাইকে উৎসাহিত করতে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুল করেননি। তাঁর যে আরও এক পরিচয় রয়েছে। তিনি সংস্কৃতির জগতেরও মানুষ। তাই বিশ্বকবির জন্মবার্ষিকীতে দেশের আবহ ও পরিস্থিতি দেখে লিখে ফেলেছেন আস্ত কবিতা। দেশবন্ধু পার্কে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানান তিনি। সিএবির যে কোনও অনুষ্ঠানেই সঞ্চালনার ডাক পড়ে এই শ্রীমন্ত কুমার মল্লিকের ওপরই। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সুখ্যাতি করেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ অনান্যরা।

২৫ শে বৈশাখ কবিগুরুর জন্মবার্ষিকীতে আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করলেন সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

কবিগুরুর জন্মবার্ষিকীতে বিশ্বরূপ দে’র শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিএবি থেকে বিওএ, বিশ্বরূপ দে’র পরিচিতি ক্রীড়া সংগঠক হিসেবেই। সিএবি থেকে বিওএ, সর্বত্র তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এখন রাজনীতিতেও যোগ দেন। মানুষের জনপ্রিয়তায় অনায়াসেই ৪৮নং ওয়ার্ডের পুরপিতা হন। কৃষ্টি-সংস্কৃতি ঐতিহ্যে সাজিয়ে তোলেন তাঁর ওয়ার্ড। কবিগুরুর জন্মদিনে বিশেষভাবেই সেজে উঠল তাঁর ওয়ার্ড। বাংলার গর্ব ১২৫ বছরের সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান দি রেফিউজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বিশ্বরূপ দে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে প্রভাতী শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। সেইসঙ্গে হয় নৃত্যানুষ্ঠানও। বিশ্বকবিকে পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েই তাঁরই প্রতিষ্ঠানের আবাসিকরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করছেন বিশ্বরূপ দে।

কন্যাশ্রী কাপে ইস্টবেঙ্গলের বড় জয়

কন্যাশ্রী কাপে দাপট দেখাল লাল হলুদ মেয়েরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি: কন্যাশ্রী মহিলা ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল বড় জয় পেল। শুক্রবার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হয় সরোজিনী নাইডুওএসসি-র। ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা প্রথম থেকে প্রাধান্য দেখিয়ে ১৪-১ গোলে জয় তুলে নেয়। লাল-হলুদের তিনজন ফুটবলার হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব দেখান। এঁরা হলেন দেবলীনা ভট্টাচার্য, কার্তিকা অঙ্গমুথু ও অষ্টম ওরাওঁ। দুটি গোল করেন লেপচা। একটি করে গোল করেন সুস্মিতা বর্ধন, সাথী দেবনাথ ও প্রিয়াঙ্কা।

বিপিনকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর পর বিপিন সিংকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল। শোনা যাচ্ছে, আগামী দু’বছরের জন্য লাল হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে জাতীয় দলের উইঙ্গারকে। বেশ কয়েকদিন ধরেই বিপিনের দিকে হাত বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। এবার তাতে সিলমোহর পড়ল। শুক্রবার মুম্বই সিটি এফসি থেকে বিপনকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘদিন মুম্বই সিটির হয়ে খেলছেন। গতির পাশাপাশি গোল করার ক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানে জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য। সুতরাং, অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে ইস্টবেঙ্গল।

শেষমেশ ইস্টবেঙ্গলেই সই করলেন বিপিন সিং।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না বিশ্বব্যাঙ্ক

নয়াদিল্লি, ৯ মে: ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করায় শুকিয়ে মরার আশঙ্কায় পাকিস্তান। বিশ্বব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়েও বিশেষ লাভ সম্ভবত হচ্ছে না ইসলামাবাদের। ভারত যদি চুক্তি বাতিল করেও তাতে কিছু বলার থাকবে না বিশ্বব্যাঙ্কের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দিলেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা।

বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেছেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকে নিতান্তই সৌজন্য সাক্ষাৎ বলা হলেও দু-জনের মধ্যে সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে কথা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলেছেন বাঙ্গা।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার জরুরী ভিত্তিতে ১৯.০৫.২০২৫ তারিখে মে/২৫ মাসের জন্য মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার বেলগাছিয়ায় অব্যবহারযোগ্য কাঠামোর ই-অকশন বিক্রি সহ রিলিজড্ এবং স্ক্র্যাপ মেটেরিয়ালস্ অপসারণের জন্য **ই-অকশন বিক্রি** আহ্বান করছেন। আরও বিবরণের জন্য **https://www.ireps.gov.in/eAuction** দেখুন।

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, **Chhitka Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), P.O- Chhitkadaspara, Nadia. **NIET No- ET-01/15th CFC (TIED) /Chh/2025-26, ET-02/15th CFC (UNTIED)/ Chh/2025-26,** Last date of submission- **16.05.2025 up to 1p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/42/25-26 Dated 08.5.2025	Construction of Block Road at Sita nath school bye lane In Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality (Length-100m Width-3.8m).	Rs. 7,61,602.00

Bid Submission end date: **19.05.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

এনআইটি সংখ্যাঃ এসটি_পি_এসইআর_আরইএন_স্টোর_বিএলডি_০৬, তারিখঃ ০৮.০৫.২০২৫।
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিএসটিই/ওয়ার্কস/হেড কোয়ার্টার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অফিস বিল্ডিং-এর নির্মাণ সমেত এসএসই/টেলি-ওয়ার্কস/ খড়গপুর-এর স্টোরের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,৭৯,৮৭,৫৬২.৫৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৮৯,৯০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ৩০.০৫.২০২৫ বিকাল ৪.৩০ মিনিট। উপরোক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রকাশিত হয়েছে।
(PR-138)

Abridged form of e-NIT-01/SARANG/ 2025-26, 02/SARANG/ 2025-26, 03/SARANG/ 2025-26, 04/SARANG/ 2025-26, 05/SARANG/2025-26,
Circulations memo **no-43(3)/Sar/2025, 44(3)/ Sar/2025, 45(3)/Sar/2025, 46(3)/ Sar/ 2025 & 47(3)/Sar/2025, All dated 08.05.2025.** Applications are hereby invited from intending bidders for 34(Thirty Four) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **20.05.2025 at 1.00 PM.**
Other details may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan,
Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/41/25-26 Dated 08.5.2025	UPGRADATION OF EXISTING SURFACE DRAIN WITH SECTION MODIFICATION AND SLAB COVERING AT DEODAR PLACE UNDER WARD-29 OF RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 44,98,067.00

Bid Submission end date: **26.05.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT
Pathrprtima Block, District South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of Banashyamnagar Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for Construction of Vertica IFilter Chamber NIT NOS- 145/BNGP/SBM(G)/2025. SL. Nos 1,2,3,5,9 @ Rs-197816/-And SL. Nos 4,6,7,8 @ Rs- 247270/- Respectively. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess. The period of bid submission is **10:00 AM of 9th May. 2025 to 10:00 AM of 20th May 2025.** For details please visit to **wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan,
Banashyamnagar Gram Panchayat

Press Notice
Date and Time Corrigendum
NIT No.- 07/PMKSY-WDC2-NRM/01/24-25

Sl. No.	Activity	Date and Time
1.	Date of Publishing of N.I.T & other Documents (Online)	08.05.2025 at 5pm
2.	Bid submission date (Online)	08.05.2025 at 5pm
3.	Closing date of downloading document & online bid submission	19.05.2025 at 5pm

Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: NGP-03/2025-2026 Dated: 07-05-2025.** The last date for on-line submission of tender is **17-05-2025 (Saturday) upto 15:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/43/25-26 Dated 08.5.2025	Repairing and Renovation of Kodalia Girl's School in Ward No.-20 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,058.00

Bid Submission end date: **19.05.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

E-TENDER
E- Tender are invited by The Prodhan, **Sahebnagar Gram Panchayat** (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Chhotonal-daha, Nadia, Pin- 741156. **NIET NO. 02/BEUP(01)/2025-2026 (01),**
Last date of submission **16.05.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Sahebnagar Gram Panchayat.

Office of the Pradhan
Bhagirathpur Gram Panchayet
Bhagirathpur, Domkal, Murshid-abad
Sl. No.- 1: NIeT No- 03/DOM/ BGP/15th FC (United) / 2025-26 (1st Call; **Total No of Schemes:** 8 Nos; **Total Tender amount-** Rs. 15,29,978.00, **2) NIeT No-** 04/DOM/ BGP/15th FC (Tied)/ 2025-26 (1st Call); **Total No of Schemes:** 9 Nos, **Total Tender amount-** Rs. 31,49,370.00.
Date of Publishing- **09-05-2025 From 18.00 hours** on **https://wbtenders.gov.in**
Date of downloading and submitting the bid **09-05-2025 from 18.00 hours to 17-05-2025 upto 18.00 hours.**
For more details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Bhagirathpur, Domkal, Msd.

জয়শ্রী নির্মাণ লিঃ
রেজিঃ অফিস: কক্ষ নং ৫০৩, ১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
সিআইএন নং : L45202WB1992PLC054157
ইমেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com
৩১ মার্চ, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন		
		বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ০১.০১.২০২৫ থেকে ৩১.০৩.২০২৫	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪
		(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
		টাকা ‘০০০ -তে		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩৫৪৫৯৫.১৫	১২০২০২.২২	২৮৫৩০৫.০৮
২.	কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	৬৭৭৩৮.২২	১৭২৩০.১৯	১২৭৫৩.১১
৩.	কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে লাভ / (ক্ষতি)	৪৬৪৯৮.১৯	৯৬৩৮.৫২	২৬৪৯.০৫
৪.	সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) মোট ব্যাপক আয় (লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	৩০৮৬৪৮.৬৩	-২৬৭৮৩২.১১	১১১৭০৬৭.৩২
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০৬১২	৫০৬১২	৫০৬১২
	ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতিটি	১০	১০	১০
৬.	ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	৩১৩৭৪৯০.৩৮	৩১৩৭৪৯০.৩৮	২৮২৮৮৪১.৭৫
৭.	নিট মূল্য	৩১৮৮১০২.৩৮	৩১৮৮১০২.৩৮	২৮৭৯৪৫৩.৭৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল এবং মিশ্রিত) -	৯৪২৮	১.৯০	০.৫২

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্তটি এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.jayshreenirmanlimited -তে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
বোর্ডের আদেশানুসারে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
অমিত এন প্যাটেল
ডিরেক্টর
DIN : 09795548
তারিখ : ০৯/০৫/২০২৫
স্থান : কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ডিওয়াই.সিপিএম/ইএনজিজি/জিএসইউ/এইচডব্লুএইচ/২৫-২৬/৬ তারিখ ঃ ০৭.০৫.২০২৫। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/ইএনজিজি/ গতি শক্তি ইউনিট, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ই-টেন্ডার নং. ০৪_২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** “হাওড়া ডিভিসনে আরওবি/ আরইউবি দ্বারা ১৮টি এলসি গেট অপসারণের জন্য ডিপিআর।” **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,২২,৮৩,৭৭৭.১৯ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬১,৪০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ পরিশোধ ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য প্রদেয় বায়না অর্থ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) রূপে গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। (HWH-80/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Kothari Group — Imagine Inspire Deliver

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194
ফোন: (০৩৩) ২২৩০ ২৩৩১ (৬ লাইনস), ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৩০ ৪১৮৫
ই-মেল: gillander@gillandersarbuthnot.com ওয়েবসাইট: www.gillandersarbuthnot.com
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন		কনসোলিডেটেড	
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৮,৬৮৯.২২	৪১,২৭৫.৪৬	১০,৩৯৩.৭৮	৪৪,৩১৭.৮৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,৭৪৪.৪৬)	৫১৬.১০	(৩৭১.৭৪)	১,৩০২.৪৪
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,৫৫০.৭৬)	১,৫০৩.৮৭	২০৩.৮৭	২,৬৭২.১২
৪	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(১,৫২৫.৪৫)	১,৫৫৭.৯৭	২৫৩.৯৩	২,৭৭২.৮৮
৫	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩
৬	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) মৌলিক এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	(৭.২৭)	৭.০৫	০.৯৬	১২.৫২

দ্রষ্টব্য
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস।
২. সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট এনএসই এবং বিএসই-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com** -এ উপলব্ধ এবং কিউআর কোড স্ক্যান করেও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
মহেশ সোধানি
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)
DIN: 02100322
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৯ মে, ২০২৫

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...
শনিবার • ১০ মে ২০২৫ • পেজ ৮

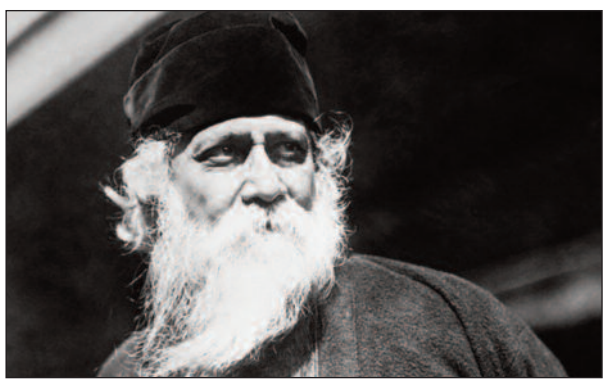

রবীন্দ্র ভাবনায় অর্ধেক আকাশ

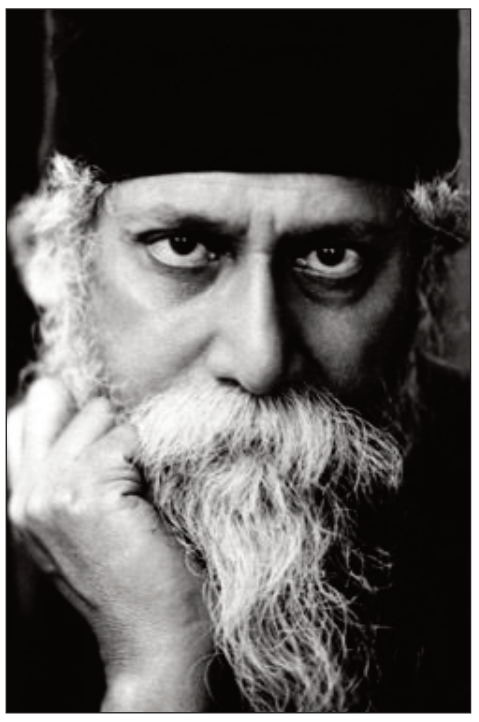

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ-এই নামটি আপামর বাঙালি জাতির শৈশব থেকে শুরু করে সমগ্র জীবন জুড়ে অপরিহার্য এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের এবং সর্বকালের চিরন্তন সত্য হয়ে থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ সেকালের এবং তৎসহ একালেরও। রবীন্দ্রনাথ শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের জন্য যতটা প্রাসঙ্গিক, বার্ধক্যের জন্যও ঠিক ততটাই। রবীন্দ্রনাথ যতটা পুরুষের জন্য, ঠিক ততটাই নারীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা- হতাশা, প্রেম- ভালবাসা, মানসিক দ্বন্দ্ব- প্রত্যয়, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, মেঘ-বৃষ্টি-রৌদ্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন বিরাজমান। সাধারণ মানুষের সব ধরনের জীবনবোধের মধ্যে এই মহামানবের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারা যায়। খুব ছোটবেলায় যখন আমরা কথা বলতে শিখি, ঠিক সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাথে আমাদের পরিচয় হয় পিতা বা মাতার সাহচর্যে- 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে' কিংবা 'কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি-বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি' পাঠের মধ্য দিয়ে। যখন আমরা প্রথম লিখতে শিখি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরের আদলে লেখার চেষ্টার নস্টালজিয়া হয়তো অনেকেরই আছে। এই মহামানবের রচিত বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস, কথা কাহিনীগুলি বাঙালি জাতির সমাজ চেতনা এবং মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে তার রচিত গল্প উপন্যাস গুলিতে তার সমসাময়িক প্রেক্ষাপট থাকলেও, যে সমস্ত নারী চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের কলমে সৃষ্টি হয়েছিল, তা সেই যুগ অপেক্ষা অনেক বেশি প্রগতিশীল এবং আধুনিক। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন নারীর প্রেম ভালোবাসা, ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ, মনস্তত্ত্ব, তার প্রতি অবমাননার প্রতিবাদ এবং আত্মমর্যাদার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, তিনি যে গল্প- উপন্যাসের কাহিনীগুলি রচনা করেছিলেন, তা আজও পর্যন্ত সমাজে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। তার লেখাগুলির মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি যে মর্যাদা এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পেয়েছিল, তা সেই যুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যশীল এবং যুগান্তকারী। রবীন্দ্রনাথের কলমে বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে নীতি নিষ্ঠ, মমতাময়ী, স্নেহশীলা, প্রেমিকা, প্রতিবাদী, দেশপ্রেমী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্রের অবিস্মরণীয় নারী চরিত্র। উনবিংশ শতকে সমাজে নারীর অধিকার প্রায় ছিল না বললেই চলে। কেবলমাত্র পুরুষের ছায়া সঙ্গিনী হিসেবেই নারীকে বিবেচনা করা হয়েছে অন্যান্য সাহিত্যিকদের কলমে। কিন্তু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্রনাথ নারীকে স্বাধীনচেতা, ব্যক্তিত্বসম্পনা এবং প্রগতিশীল হিসেবে কেন্দ্রীয় চরিত্রে সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্র উপন্যাস এবং বড় গল্পে আমরা পেয়েছি 'নষ্টনীড়'এর চারুলতা, 'চোখের বালি'এর বিনোদিনী, 'ঘরে বাইরে'এর বিমলা, 'চার অধ্যায়' এর

এলা, 'শেষের কবিতা' এর লাবণ্য, 'দৃষ্টিদান'এর কুমু, 'যোগাযোগ' এর কুমুদিনী, 'গোরা'এর সুচরিতা, এবং আরো অনেক চরিত্র। ছোট গল্প গুলির ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি, 'দেনা পাওনা'-এর নিরুপমা, 'সমাপ্তি'-এর মৃন্ময়ী, 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল, 'হৈমন্তী'-এর হৈমন্তী, 'শাস্তি'-এর চন্দরা এবং আরো অনেক নারী চরিত্র। 'রক্তকরবী'-নাটকে আমরা পেয়েছি নন্দিনীকে। তৎকালীন সমাজে পণ প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ক্ষুদেনা পাওনাক্ষু গল্পটি। শ্বশুরবাড়ির দাবি মেনে পণ না দিতে পারার দরুন বহু অপমান, লাঞ্ছনা এবং নিপীড়ন নেমে আসতো বিবাহিত নববধূ এবং তার বাপের বাড়ির লোকেদের উপর। এ গল্পের রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্র নিরুপমাও শশুর বাড়িতে অত্যাচারিত এবং লাঞ্ছিত এবং অবহেলিত। নিরুপমার দরিদ্র পিতা কন্যার এহেনো দুর্দশা দূর করার জন্য, নিজের শেষ সম্বল ভিটেটিও বিক্রয় করে পণের টাকা জোগাড় করেন কন্যার শ্বশুরবাড়িতে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কন্যা নিরুপমা বাধা দেয় তার পিতাকে। নিরুপমা তার বাবাকে বলে, 'তোমার মেয়ের কি কোন মর্যাদা নেই, আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করোনা'। শেষ পর্যন্ত অবহেলায় নির্যাতনে নিরুপমার মৃত্যু হয়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, গর্জে ওঠা প্রতিবাদী নারী চরিত্র নিরুপমা। ঘরে বাইরে উপন্যাসের নারী চরিত্র বিমলা একজন ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রমণী। চোখের বালির বিনোদিনী প্রেমময়, মর্যাদাবোধ সম্পন্ন এক নারী। বিচিত্র নারী চরিত্র স্থান পেয়েছে তার রচনা সমগ্রে। রবীন্দ্রনাথের চোখে নারী ছিল মর্যাদাসম্পন্না, ব্যক্তিত্বসম্পন্না, একাধারে কোমল এবং স্নেহশীলা অপরদিকে প্রতিবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সম্মানের স্থান অঙ্কিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কলমে।

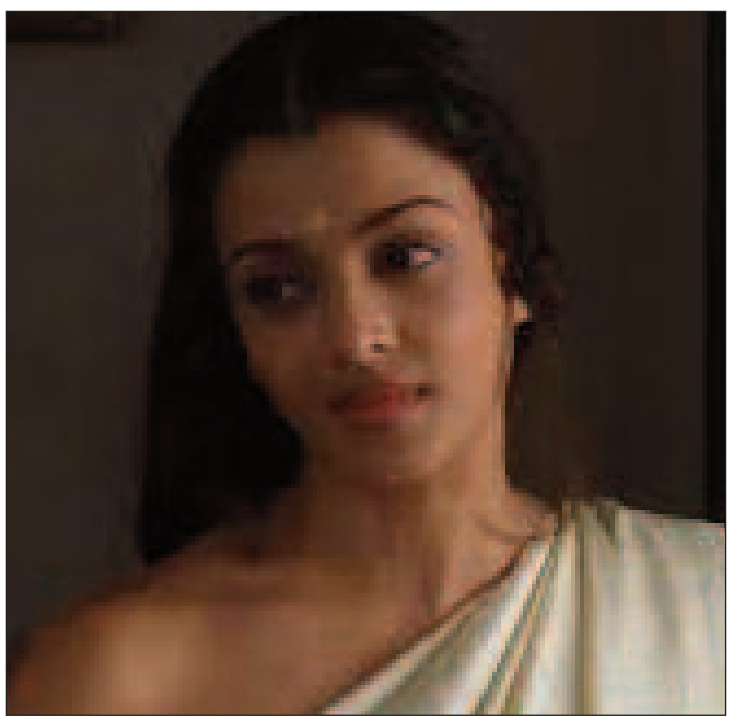

বিস্মৃতির অতলে
ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়

অনুভব বেরা

ভারতের ভাস্কর্য শিল্পাকাশে অনেক উজ্জ্বল তারা দীপ্তমান হয়ে অন্যন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে কালে নিয়মে না ফেরার দেশে চলে গেছেন।তাদের অনেকেই ভুলে গেছি।তাদের মধ্যে ভুলে যাওয়া এক বাঙালি ভাস্কর, দরদী লেখিকা মীরা মুখোপাধ্যায়। মীরা মুখোপাধ্যায় একাধারে ভাস্কর, চিত্রকলা শিল্পী, শিল্প শিক্ষয়িত্রী অন্যদিকে নিষ্ঠাবান অন্বেষক- জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খুঁজে বেড়িয়েছেন সেই সব শিল্পীদের যাদের শিল্পকর্ম আজকের দুনিয়ায় ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল , যিনি শিল্পী ও কারিগরদের প্রভেদ সরাতে চেয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম্য হতে চেয়েছিলেন।২০২৩ সালে এমনই এক কৃতবিদ ভাস্কর এর জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত হয় নীরবে।এই লেখনিতে মীরা দেবীর জীবন ও কর্ম জানবো । ১৯২৩ সালে কলকাতার বউবাজারের এক একান্নবর্তী পরিবারে মীরা মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। চৌদ্দ বছর বয়সে শিল্পশিক্ষার সুযোগ ঘটে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ক্ষ্মসোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট স্কুলেক্ষ্ম সেখানে তখন ছবি আঁকা শেখাতে কালিপদ ঘোষালের মত শিল্পী। চার বছর চিত্রশিল্পী হিসেবে নিজেকে তৈরি করেন এখানে। বিয়ের পর দিল্লী বসবাসকালে দিল্লির পলিটেকনিকে পেইন্টিং, গ্রাফিক্স,স্কাল্পচার নিয়ে ডিপ্লোমা করেন । শিল্পচর্চার পদ্ধতি ছিল এখানে বেশ কিছুটা ভিন্ন। আধুনিক শিল্প প্রযুক্তিতে দক্ষ ও পেশাদার কারিগর তৈরি ছিল এখানকার মূল উদ্দেশ্য ,আমাদের প্রাচীন ভারতের শিল্প ও শিল্পরীতির পরিচয় ছিল না এখানকার পাঠে। একটা সময় শিল্পী দিল্লি থেকে শান্তিনকেতনে এসে কাজ শুরু করেন। এখানে ইন্দোনেশিয়ার শিল্পী আফান্দি কোসোমার এর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আসে। কোসোমার মীরা দেবীর শিল্প দর্শনকে প্রভাবিত করেন। ১৯৫২- ৫৩ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানির 'একাডেমি ডার বিলডেলহেন কুনস্টেন ইন মিউনিখে' (Akademic der Bildenhen kunsten in Munikh) আসেন। এখানে এসে বেশ কিছুটা সমস্যার মধ্যে পড়লেন। ভাষা ,রোজগার সমস্যা তো ছিল ই সে সঙ্গে শিল্পচর্চার ধরণ ও ছিল এখানে একেবারেই অন্যরকম। যার জন্য মানিয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছিল। দেশে ফেরার ও উপায় ছিল না ।বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল, সামাজিক চাপ একাকীত্ব এই সব ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল তাকে। তবুও ধৈর্য ধরে সেখানে থাকলেন ।প্রায় দু বছর কাজ করার সুযোগ পান এখানে । ব্রোঞ্জের মতো ধাতু মূর্তি নির্মাণে ঢালাই এর কাজও শেখানো হতো এখানে।জার্মান শিল্প শিক্ষক প্রফেসর স্ট্যাডলার, হাইনরিক কারচনারের মতো শিল্পীর সাহচর্য লাভ করেন। কার্যত বলা যেতে পারে স্ট্যাডলারদের হাত ধরেই মীরা মুখোপাধ্যায়ের অংকনশিল্প থেকে ভাস্কর্যে স্থানান্তরণ ঘটে। একদিন প্রফেসর স্ট্যাডলার তাকে বলেন ' তোমাদের দেশে এত প্রাচীন ভাস্কর্যের ঐতিহ্য তুমি তার থেকে কি কিছুই পাওনি ?' চমকে ওঠেন মীরা দেবী। বইপত্র ঘেঁটে চলে ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্যের সুলুকসন্ধান।' মাস্টার্স অফ আর্টস' শেষ না করেই কলকাতায় ফেরেন ১৯ ৫৬ তে। এখানে এসে স্থির করলেন খুঁজে বের করতে হবে আমাদের দেশের শিল্প ঐতিহ্যের শিকড় । ভারতে ফিরে বিভিন্ন জায়গায় শিল্পকলার শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত হলেও নতুন কিছু করার নেশা সবসময় তাকে অস্থির করে রাখত। একদিন বস্তারের শিল্পীদের তৈরি একটা ঘোড়ার দেখে তিনি মুগ্ধ হন মীরা দেবী। চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৬০ সাল থেকে প্রথমে ছত্রিশগড়ের বস্তারের শিল্পী ও পরে পশ্চিমবঙ্গের ডোকরা শিল্পীদের সঙ্গে থেকে কাজ করে শিক্ষানবিশের মতো জীবন যাপন করেন। মীরা দেবীর শিল্প জীবনে বস্তার পর্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে কাজ শিখতে গিয়ে কারিগরের খোঁজে তিনি গঙ্গামুন্ডা, দান্তেওয়াড়া, ভৈরমগড় অক্লান্তভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন ।এখানকার স্থানীয়দের সঙ্গে থেকে, তাদের জীবনযাত্রা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন । এখানকার মানুষদের শিল্পবোধ, খাদ্যাভাস , বৈবাহিক জীবনে প্রেম, দুঃখ, লড়াই সবকিছুই শিল্পীর শিল্পকর্ম ও পরবর্তী কালে তার লেখায় ফুটে উঠেছে। ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায় লক্ষ করেছিলেন এখানকার মানুষদের ধর্মীয় বিশ্বাস রীতিনীতি ভীষণভাবে তাদের শিল্পবোধকে প্রভাবিত করে। জঙ্গলঘেরা গ্রামে আদিবাসীদের বিভিন্ন স্থানীয় দেব-দেবীর মূর্তির ভাস্কর্য দেখে তার শিল্পচেতনা বোধ আরো উন্নত ও ঋদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে বস্তারের শিল্পীদের প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করে তিনি নিজে সম্পূর্ণ অন্য রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন ভবিষ্যতে যা তার নিজস্ব শিল্পকর্মের পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত যে পদ্ধতিতে মীরা দেবী কাজ করতেন তাকে বলা হয় লস্ট ওয়াক্স (lost Wax) বা সির পেরদু (cire Perdue) । ধুনো বা মোমজাত দ্রব্য দিয়ে মূর্তি গঠন করার পর বাইরে একটি মাটির খোলস করা হয়। মাঝে রাখা হয় খানিকটা ফাঁক সেখানে তরল ধাতু ঢেলে দেওয়া হয় ।এর ফলে যখন গরম তরল ধাতু জমাট বেঁধে বস্তুরূপ ধারণ করে তখন ভেতরের মোমটি গলে যায় ।পরে বাইরের খোলসটি ছাড়িয়ে ফেললে ব্রোঞ্জের মূর্তিটি রূপ পায়। এই প্রযুক্তি বস্তারের ধাতু মূর্তির কারিগর ও পশ্চিমবঙ্গ ,বিহার ও উড়িষ্যা ডোকরা শিল্পীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতিতে হিন্দুদের দেবদেবী, ছোট ছোট খেলনা, মানতের ঘোড়া তৈরি হতো। এখান থেকেই মীরাদেবী তৈরি করলেন বড় বড় আকারের মূর্তি। বড় মূর্তি তৈরি তে আগে খন্ড খন্ড করে কাস্টিং করার পর সেগুলোকে জোড়া লাগাতে হতো। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ। শিল্প -ঐতিহাসিকরা মনে করেন বিরাট আকারের মূর্তির ধারণা মীরা দেবীর কাজের নিজস্ব

বৈশিষ্ট্য। এটি তার মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ইজিপ্সিয়ান ও ইট্রুস্কান মূর্তি গুলো দেখার পর ।

স্থানীয় মানুষদের শিল্প কর্মে যুক্ত করা এবং নিজের মতো গড়ে পিঠে শিল্পদক্ষ রূপে পরিণত করা ছিল তার শিল্পকর্মের আরো এক সফলতম দিক । মহিলাদের নিয়ে কাঁথা তৈরি কর্মশালা করেছেন , শেখিয়েছেন ঢালাইয়ের কাজ । ইটের গোল উনুন বা ভাটায় কাজ করার সময় তাপ বজায় আছে কিনা সেদিকে তার নজর রেখে শিখিয়েছেন কিভাবে ব্রোঞ্জ মূর্তি গড়তে হয়। এইভাবে দেশি এবং পশ্চিমি ধাঁচের মিশ্র পদ্ধতিতে তার কাজ সাড়া ফেলে শিল্প ক্ষেত্রে- যেখানে তারের কর্মী, মাটির বাহক, মাঝি, জেলে, ঝুড়ি বোনেন যাঁরা তারাই ছিল শিল্প সৃষ্টির প্রধান বিষয়বস্তু।

Ashoka at Kalinga– Earth career– smiths working under a tree– Mother and child– Srishti মতো কাজ মীরা মুখোপাধ্যায়কে ভাস্কর হিসেবে অমর করে রাখবে।।জীবনের প্রথম দিকে সম্রাট অশোকের একটি বারো ফুটের ভাস্কর্য শুরু করেন । বানাতে প্রায় তিন বছর সময় নিয়েছিলেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে চন্ডাশোক রূপান্তরিত হন মানব দরদী আদর্শ রাজায় ; সেই ভাব ধরা পড়ে তার মূর্তিতে। বর্তমানে দিল্লির 'মৌর্য শেরাটন' হোটেল প্রাঙ্গণে স্থান পেয়েছে এ ভাস্কর্য । কাজ ই তার ধ্যান জ্ঞান তাই কাজের জন্য দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন নানা শিল্প ভাস্কর্য দেখেছেন। সাচির বিরাট ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের প্রতিকৃতি দেখে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে তার শেষ শিল্পকর্ম ১৪ ফুটের ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তি গড়ার কাজ তিনি শুরু করেন। মূর্তি তৈরি করা কালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ১৯৯৮ সালে প্রয়াত হন , ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। নিজের পদ্মপুকুরের বাড়ি ছাড়াও মীরা দেবীর শিল্পকর্মের আস্থানা ছিল এলাচি গ্রাম।

অনন্য প্রতিভাধর মীরা মুখোপাধ্যায় প্রফেসর নির্মল বসুর সহায়তায় অ্যান্থ্রোপোলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার হয়ে ভারতের ধাতু শিল্প নির্মাণের কাজের সঙ্গে যুক্ত কারিগর সম্পর্কে গবেষণা করেন ।লেখেন 'মেটাল ক্রাফটসম্যান অব ইন্ডিয়া' (১৯৭৮), আজও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে যা পরিচিত। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই সব ধাতু মূর্তির কারিগরদের জন্য যারা উত্তরাধিকার সূত্রে দক্ষতা লাভ করে একটি শিল্প পরম্পরা কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন। Insearch of Biswakarma (বিশ্বকর্মাদের খোঁজে)সেই দলিল সেখান বৌদ্ধসূত্র অবলম্বন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন শ্রেনি বর্জিত এক কর্মজগৎ। তার নিজস্ব আঙ্গিকে তৈরি করা ধাতু মূর্তি প্রদর্শনী হয় ১৯৬০ সালে ম্যাক্স মুলার ভবনে- সেই প্রথম ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় কলকাতার দর্শকের ।এর আগে কলকাতা দিল্লিতে গ্রুপ শো হিসাবে তার চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের একাধিক প্রদর্শনী হয়। ১৯৬৬ সালে কলকাতার কেমোল্ড গ্যালারিতে এবং Christie's মতো বিখ্যাত অকশন হাউসে তার কাজ প্রদর্শিত হয়। সাড়া পড়ে গোটা দুনিয়ায় ।এই সময় তার গবেষণা ভাস্কর্য এনে দিয়েছিল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্বীকৃতি। ১৯৬৮ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি কাছ থেকে স্বর্ণ পদক পান ।১৯৮০ সালে পান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি পুরস্কার ।১৯৯২ সালে ভারত সরকার তাকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে সম্মানিত করেন শ্রেষ্ঠ কারিগর হিসেবে। শ্রেষ্ঠ কারিগর বা শিল্পীরূপে নয় মীরা মুখোপাধ্যায় বস্তারের ও ডোকরা শিল্পীদের একজন বলে নিজেকে মনে করতেন। একটা সময় বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনের বৃত্ত থেকে দূরে সরে গিয়ে আত্মমগ্ন এই শিল্পী সৃষ্টি করেছেন অতুলনীয় সব শিল্পকর্ম যা চির ভাস্কর হয়ে থাকলে ও 'ভাস্কর' মীরা মুখোপাধ্যায় নিজে রয়ে গেলেন মেঘে ঢাকা তারার মত।

তথ্যসূত্র
১) শতবর্ষে মীরা মুখোপাধ্যায় ,রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, 'নন্দন ' শারদ ১৪৩০ ।
২) মীরা মুখোপাধ্যায় বস্তারের দিনলিপি (বইপত্তর, ২০১৮)
৩) মীরা মুখোপাধ্যায় 'বিশ্বকর্মার সন্ধানে' (বইপত্তর, ২০১৮)
৪) Sculpture of undulating liveó Meera Mukherjeeós Arts of Motionó Sanjukta Sunderson.
৫) মীরা মুখোপাধ্যায় মেটাল ক্রাফটস্ মেন অফ ইন্ডিয়া, মেময়ার ৪৪, অ্যান্থ্রোপলিজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ১৯৭৮।